অলীকবাবু
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

অলীকবাবু : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রথমে 'এমন কর্ম আর করব না'
নামে প্রকাশিত হয় । 1799 শকাব্দে/
7 July 1877 খ্রিস্টাব্দে ।
পরে এই প্রহসনটিই 13 April 1900 খ্রি:
'অলীকবাবু' নামে প্রকাশিত হয় ।

'এমন কর্ম আর করব না' 'বিদ্বজ্জন সমাগমের' 1877 খ্রি: অধিবেশনে প্রথম অভিনীত হয় । এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ নায়কের ভূমিকায় এবং শরৎকুমারী দেবী হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন ।
রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন - 'নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে প্রবেশ হইবার পূর্বে জ্যোতিদাদার 'এমনকর্ম আর ক'রব না' প্রহসনে আমি অলীকবাবু সাজিয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম অভিনয় ।'
প্রহসনখানি ঠাকুরবাড়িতে এবং সাধারণ মঞ্চেও বহুবার অভিনীত হয়েছে । ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় - '...কালানুক্রমে আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতির মধ্যে বোধ হয় জ্যোতিকাকামশায়ের এমন কর্ম আর ক'রব না (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৭) এর পরে আসে। নাটকটির নাম পরে বদলে হয় অলীকবাবু। এটিও অনেকবার অভিনীত হয়েছে। কিন্তু হয়তো স্মৃতির জাদুমতে এর যে অভিনয়টি আমাদের সবচেয়ে সেরা মনে হয় তার পাত্রপাত্রী এ রকম ছিল — সত্যসিন্ধু : জ্যোতিমশায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ, অলীকবাবু : রবিকাকা, গদাধর : মেজো পিসেমশায়, জগদীশ : জগদীশ দাদা, হেমাঙ্গিনী : শরৎকুমারী চৌধুরানী, পিসনি : বড় পিসিমা... ।'

'অলীকবাবু' এই প্রহসনটি মলিয়ারের 'Le Bourgeois gentilhomme' দ্বারা প্রভাবিত বলে অনেকে দাবী করেন । রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন - 'আমি মলিয়ার বিষয়ে এক-রকম অনভিজ্ঞ, তাঁর সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞান তা দাদার বাংলা অনুবাদ ও সমালোচনার ভিতর দিয়ে হয়েছে ... ' ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ঘরোয়া' গ্রন্থে বলেছেন —'...অলীকবাবু জ্যোতিকাকা-মশায়ের লেখা, ফরাসি নাটক, মোলিয়েরের একটা নাটক থেকে নেওয়া। সেই ফরাসি নাটক উনি বাংলায় রূপ দিলেন।... কী যে জমেছিল অভিনয় তা কী বলব।' (ঘরোয়া/পৃষ্ঠা-৮৮) ।

Micro

অলীকবাবু

(প্রথমে 'এমন কর্ম আর করব না' নামে প্রকাশিত)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nepal Nag

ডি. এম লাইব্রেরী/৪২, বিধান সরণী/কলকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ : ১৮৭৭

প্রথম ডি. এম. সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৯১/আগস্ট ১৯৮৪

প্রচ্ছদ : আশিস্ রাহা

দাম —৬·০০

ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬ এর পক্ষে অমূল্য গোপাল মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ ভারতী প্রেস, ২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬ এর পক্ষে রামকৃষ্ণ সরকার কর্তৃক মুদ্রিত।

অলীকবাবু
অলীকবাবু
অলীকবাবু
অলীকবাবু
অলীকবাবু
অলীকবাবু
অলীকবাবু

প্রহসনের পাত্রগণ

সত্যসিন্ধুবাবু—কৃষ্ণনগরের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি

হেমাঙ্গিণী—সত্যসিন্ধুর কন্যা

অলীকপ্রকাশ—হেমাঙ্গিণীর বিবাহার্থী

প্রসন্ন—হেমাঙ্গিণী দাসী

জগদীশ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত লোক

গদাধর—জগদীশবাবুর মোসাহেব ও প্রসন্নের বিবাহার্থী

অলীকের বন্ধু —

একজন বাড়িভাড়া আদায়ের লোক —

বেলিফের পেয়াদা —

প্রথমাঙ্ক

একটা ঘর

প্রসন্নের প্রবেশ

নেপথ্যে দ্বারে আঘাত

প্রসন্ন। দরজা ঠেলে কে ও? (দ্বার উদ্‌ঘাটন ও গদাধরের প্রবেশ) ও মা, গদাধরবাবু যে! কি ভাগ্যি! আজ যে এত সকাল সকাল? বড়ো মানুষের মোসাহেব, দশটা না বাজতে বাজতেই ঘুম ভাঙল?

গদা। মাইরি! তাই তো! আজকাল দেখছি তুই বড়ো রসিক হয়েছিস!

প্রস। আমাকে আবার রসিক দেখলে কিসে? বলি, বড়ো মানুষের মোসাহেব বলে আমাদের কি একেবারে ভুলে যেতে হয়?

গদা। ছি! ও কথা বোলো না। তোমাকে কি আমি ভুলতে পারি? যেই শুনেছি তোমাদের মনিবের সঙ্গে কাল তুমি কলকাতায় এসেছ— অমনি আমি আহার নিদ্রে ত্যাগ করে কখন তোমার সঙ্গে দেখা হয় এই চিন্তাতেই আছি। আজ ভোর না হতে হতেই দেখো তোমার কাছে দৌড়ে এসেছি। এই বাড়িটের সন্ধান কত্তেই যা আমার একটু দেরি হয়েছে। তা পিস্‌নি, তোর সাক্ষেতে বলতে কি, এই দেখ্‌, তোর জন্য ভেবে ভেবে আমার কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছে।

প্রস। (কণ্ঠায় হাত দিয়া) ও মা তাই তো গা—আহা! কি হবে!

গদা। ভালো পিস্‌নি, আমি যে এই দশটি মাস ধৈর্য ধরে রয়েছি, কারো পানে একবারও চোক্ ফেরাই নি, এর দরুণ তুই আমাকে কি দিবি বল্ দেখি?

প্রস। এতদিন আর কারো পানে কি তোমার মন যায় নি?

গদা। তোমার দিব্যি না। তা কেন, অত কথায় কাজ কি, তোমা ভিন্ন আর কারো 'পরে আমার মন নেই বলে মোসাহেব মহলে আমার ভারি নিন্দে হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ঠাট্টা খেতে খেতে আমার প্রাণটা গেল। ভালো পিস্‌নি, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আমি যেমন ঠিক আছি তুইও তো—

প্রস। মর্ ড্যাক্‌রা—আমরা কি পুরুষের মতন—

গদা। না না না, আমি তা বলছি নে। আমি বেশ জানি, তোমার মতো সতী সাবিত্রী পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সে যা হোক, তুমি আমাকে তখন কি বলছিলে?

প্রস। এমন কিছু নয়, আমি বলছিলেম কি যে আমাদের কর্তা সত্যসিন্ধুবাবু, তাঁর মেয়ের বে দেবার জন্যে এখানে এসেছেন। আমাদের দিদিঠাকরুন সমত্ত হয়ে উঠেছে—এখনও বে হল না—কি ঘেন্নার কথা মা!

গদা। সে কি? এখনো বে হয় নি? তোমাদের কর্তা খেষ্টান না কি?

প্রস। এমন কথা বোলো না। তেনার বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণ হয়। কর্তা ইদিকে খুব ধর্মিষ্টি। তবে কিনা তেনার একটা এই বাতিক হয়েছে যে, মনের মতন বর না পেলে তিনি কখনোই তেনার মেয়ের বে দেবেন না। এর মধ্যে যে কত বর এল আর গেল তার আর ঠিকানা নেই। এইবার যে ছেলেটির সঙ্গে বে হবার কথা হচ্ছে সে ছেলেটি খুব ভাগ্যিমন্ত। যে বাড়িতে এখন আমরা রয়েছি এটা তার বাড়ি।

গদা। এটা তো মস্ত বাড়ি দেখছি।

প্রস। মস্ত বৈকি, এর আবার দুই মহল। এক মহলে বরটি নিজে থাকে, আর-এক মহলে আমাদের কর্তাকে থাকতে দিয়েছে। তিনি কৃষ্ণনগর থেকে সবে এই এসেছেন—কলকাতার তো কিছুই চেনেন না, তাই আপাতত এই বাড়িতে উঠেছেন। বরটিকে আমাদের দিদিঠাকরুনের বড়ো পছন্দ হয়েছে। এখন যার সঙ্গেই হোক, দিদিঠাকরুনের বেটা হলে হয়। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তেনার বে হলে আমাকে গয়না দেবেন, কাপড় দেবেন আর নগদ টাকা দেবেন।

গদা। নগদ টাকা! তবে তো তোমার পোহা বারো দেখছি! তা—তা—তা কত টাকা পাবে?

প্রস। হাজার টাকা।

গদা। মরুক গে যাক, আমার তা জেনে লাভ কি? (স্বগত) এই টাকাটা গ্যাঁড়া দিতে হবে (প্রকাশ্যে) তা, ওতে আমার কি লাভ? পীরিত যে জিনিস সে কি টাকার ধার ধারে? ওই যে কি একটা ভালো গান আছে—(গান গাইতে গাইতে)

শুধু ধনে কি করে.
যে যারে সঁপেছে প্রাণ সে চায় তারে

(কিঞ্চিৎ পরে) ভালো, হ্যাঁগা টাকাটা কি নগদ দেবে?

প্রস। নগদ বৈকি!

গদা। (স্বগত) ভালো, একটা কথা মনে পড়ল। আমাদের জগদীশবাবু আমাকে বলেছিলেন যে, যদি আমি বিধবা বে কত্তে পারি তা হলে তিনি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। তিনি বলেন যে বিধবা বিয়ে চলতি না হলে দেশের ভালো হবে না। আর এইজন্য তিনি বিস্তর টাকা খরচ কচ্ছেন। এতে দেশের ভালোই হোক আর মন্দই হোক তাতে আমার কিছু এসে যায় না—আমার কিছু লাভ হলেই হল। একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক-না—এতে আমার দোকর লাভ হবে—মাগিকে যদি রাজি কত্তে পারি তা হলে ওর হাজার টাকাটা গ্যাঁড়া দেওয়া যাবে, আবার আমাদের বাবুর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা হাতানো যাবে। বড়ো মজাই হয়েছে। এখন মাগিকে রাজি কত্তে পাল্লে হয়। কথাটা পেড়েই দেখা যাক-না। (প্রকাশ্যে) পিস্‌নি, তুই যদি আমাকে ভালোবাসিস তা হলে একটি কথা শুনতে হবে, বল্ শুনবি কি না?

প্রস। ইস্তক নাগাদ আমি তোমার কোন্ কথাটি শুনি নি যে তুমি আমাকে অমন করে বলছ।

গদা। তবে বলব? কোনো দুষ্যু কথা নয়—এই বলছিলেম কি—তুই বে করবি?

প্রস। মরণ আর কি! মিন্‌সের কথার ছিরি দেখ না, আমি আবার কেন বে করতে গেলেম—তুই বে কর্, তোর চোদ্দপুরুষ বে করুক। পোড়ামুখোর বলবার রকম দেখো না—একবার বে হয়ে গেলে আবার নাকি বে হয়, ও মা কি লজ্জার কথা! কি ঘেন্নার কথা মা! তুমি কি গা পাগল হয়েছ না কি?

গদা। এ সে বে নয় রে, এ সে বে নয়। এ বিধবা বে। এতে কোনো দোষ নেই। এখনকার পণ্ডিতরা বলেছে যে বিধবাদের বে হতে পারে। আর এখন তো পাড়ায় পাড়ায় তাই হচ্ছে, আবার বিধবা বের আইনও হয়েছে। এই সেদিন তো আমাদের ভট্‌চাষ্যি মশাদের বাড়িতে বিধবা বে হয়ে গেল, তাতে কত বড়ো বড়ো পণ্ডিত সব বিদেয় নিয়ে গেল।

প্রস। (আহ্লাদিত হইয়া) ও মা, কি হবে! বিধবার বে তবে হতে পারে? যে পণ্ডিত এ কথা বলেছে তার মুখে ফুলচন্নন পড়ুক!

গদা। এখন বল দেখি এতে রাজি আছিস কি না!

প্রস। এতে যখন কোন দোষ নেই তখন রাজি হব না কেন?

গদা। আর দেখ্, বে'র খরচপত্রের কোনো ভাবনা নেই, তুই যে টাকাটা পাবি তাতেই অনায়াসে হবে, তা আর দেরি করবার দরকার নেই, শুভস্য শীঘ্রং বুঝলি কি না!

প্রস। হা আমার কপাল! এখনো যে আমাদের দিদিঠাকরুনের বে হয় নি—তেনার বে না হলে তো আর আমি ও টাকা পাচ্ছি নে।

গদা। কেন, এখনো হচ্ছে না কেন?

প্রস। তা আমি বলতে পারি নে—কিন্তু ভাবসাব দেখে বোধ হচ্ছে একটা কি বাগড়া পড়েছে।

গদা। কিসের বাগড়া? নগদ হাজার টাকা যখন পাবার কথা হচ্ছে তখন আবার বাগড়া কিসের? এই বিয়েটা কোনোরকম করে ঘটাতেই হবে। তোর কর্তাকে কোনোরকম করে ভুলিয়ে ভালিয়ে যাতে এই বিয়েটা হয় তার জন্যে তোর চেষ্টা কত্তে হবে। আর যদি কোনো বিষয়ে আমাকে দরকার হয়—

প্রস। তোমাকে দরকার হবেই—আমি জানি তোমার অনেক ফন্দি-টন্দি এসে। কিন্তু আগে এইটে জানতে হবে কর্তা রাজি হচ্ছে না কেন! এই যে দিদিঠাকরুন এই দিকে আসছেন। তুমি এইবেলা ঐ আড়ালটায় লুকোও। মাথা খাও পালিও না।

[গদার অন্তরালে গমন]

নেপথ্যে। (উচ্চৈঃস্বরে) ওলো ও পিস্‌নি! পিস্‌নি!

[হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ]

প্রস। কেন দিদিঠাকরুন?

হেমা। এই যে লো—তুই যে এখানে আছিস দেখছি। হ্যাঁলো তিনি কি আজ বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন?

প্রস। কে গা?

হেমা। কে গা—যেন উনি কিছুই বুঝতে পারেন নি—রঙ্গিনী আর কি!

প্রস। (ঈষৎ হাসিয়া) ও বুঝেছি, অলীকবাবুর কথা সুধোচ্ছ?

হেমা। হ্যাঁলো হ্যাঁ।

প্রস। কৈ না দিদিঠাকরুন, তাঁকে আজ এখানে দেখতে পাই নি।

হেমা। ও লোকটি কে লো, যে এইমাত্র চলে গেল?

প্রস। (স্বগত) ও মা! দিদিঠাকরুন দেখতে পেয়েছেন দেখছি। (প্রকাশ্যে) আমার দেশের একটি কুটুম্ব-মানুষ দিদিঠাকরুন। তা—তা—

হেমা। আমার কাছে আবার ভাঁড়াচ্ছিস? ঠিক কথা না বললে দেখতে পাবি।

প্রস। তবে বলব দিদিঠাকরুন! এই কৃষ্ণনগরে তোমার সাক্ষেতে যাঁর কথা বলেছিলাম দিদিঠাকরুন, সেই মিন্‌সেটি।

হেমা। তার সঙ্গে তোর কি কথা হচ্ছিল লো?

প্রস। ও মা কি ঘেন্নার কথা! মিন্‌সে বলে কি দিদিঠাকরুন যে, তুই আমাকে বে কর, পণ্ডিতরে নাকি বলেছে যে বিধবা বেতে দোষ নেই; এ কথা কি সত্যি দিদিঠাকরুন?

হেমা। (হাস্য করত) ওলো! তুই বিধবা বিয়ে করবি? ও মা আমি কোথায় যাব! তা তুই কর না, তাতে কোনো দোষ নেই। সত্যি, পণ্ডিতরা বলেছে বিধবার বিয়ে হতে পারে।

প্রস। দিদিঠাকরুন, তাই তোমায় সুধোচ্ছি। মিন্সের কথায় আমার বড়ো পেত্তয় হয়নি।

হেমা। তার সঙ্গে যদি তোর ভাব হয়ে থাকে তা হলে তুই বিয়ে কর না। যার সঙ্গে যার ভালোবাসা হয় তাদের বিয়ে দিতে আমার বড়ো ইচ্ছে করে। যখন নভেলে পড়ি যে দুজনের ভালোবাসা হয়ে বিয়ে হল না তখন আমার বড় কষ্ট হয়। তা আমার বিয়ে হয়ে গেলে তোর বিয়ে দিয়ে দেব—আর তাতে যা খরচপত্র লাগবে তা সব দেব।

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) তবে আমাকে আর পায় কে?

হেমা। তা—সেই মিন্সেটিকে তোর পছন্দ হয়েছে তো লো?

প্রস। মিন্সেটাকে দিদিঠাকরুন, দেখতে বেশ। মুখটা চ্যাপ্টা পারা—চোক দুটি গোল-গোল পারা—নাকটা ট্যাকাল পারা—বেশ।

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) আ মরি! আমার রূপের কি বর্ণিমেটাইহচ্ছে!

হেমা। (হাস্য করত) তার রূপের যে রকম বর্ণনা কল্লি তাতে আর কার না পছন্দ হয়? সে যা হোক—ইদিকে যে ভারি গোল বেধে উঠেছে লো; আমার বে'তে যে বাগড়া পড়েছে, আমার বিয়ে না হলে তো আর তোর বিয়ে হচ্ছে না।

প্রস। বাগড়া পেলো কেন দিদিঠাকরুন?

হেমা। অলীকবাবুর সঙ্গে বাবা আমার বিয়ে দেবেন না, সম্বন্ধটা ভেঙে দেবেন।

গদা। (অন্তরাল হইতে) আরে গেল ধা! হাজার টাকাটা দেখছি তবে মাঠে মারা গেল।

প্রস। কেন দিদিঠাকরুন, বরটি তো বেশ। দেখতে শুনতে কথায়-বাত্রায় কেমন! দু-চারটে শৌখিন রকমের দোষ থাকলে আর কি এসে যায়?

হেমা। (হাস্য) মাইরি তোর কথা শুনলে হাসি পায়, দোষ আবার শৌখিন রকম কি লা? মাইরি, পিস্‌নি এত জানে!

প্রস। শৌখিন দোষ কাকে বলে জান না দিদিঠাকরুন? এই মদ-টদ খাওয়া। বাবুলোকদের এ দোষগুলি প্রায়ই হয়ে থাকে।

হেমা। দোষের কথা যদি বলিস—তো তার আমি একটি দোষ দেখেছি। সেই দোষের কথা কাল বাবার কাছে একজন কে বলে দিয়েছে। তুই তো জানিস আমার বাবা কিরকম সাদাসিদে লোক, পষ্টাপষ্টি কথা না বললে তিনি ভারি চটে যান। তিনি আর সব দোষ মাপ করেন কিন্তু সেই দোষটি মাপ করেন না। বাবার কাছে কে বলেছে যে অলীকবাবু আর সকল রকমে লোক ভালো, কেবল দোষের মধ্যে ভুলেও তাঁর মুখ দিয়ে একটি সত্যি কথা বেরয় না, কিন্তু বাস্তবিক তা তো নয়। তিনি একটু সাজিয়ে গুজিয়ে কথা বলেন, আর লোকে মনে করে মিথ্যে কথা। আর, লোকগুলো এমনি খারাপ যে, গল্প একটু আশ্চর্য রকম হলেই তাঁদের আর বিশ্বাস হয় না।

প্রস। এতক্ষণে আমি কথাটা বুঝতে পাল্লেম দিদিঠাকরুন, বোধ করি, তিনি অনেক মুলুক ভেমন করে থাকবেন। যারা মুলুক দেখে বেড়ায় তাদের কাছে অনেক রকম আশ্চয্যি কথা শুনতে পাওয়া যায়।

হেমা। তা নয় পিস্‌নি, আমার বোধ হয় তিনি অনেক নভেল্‌ পড়েছেন। নভেল কি তা জানিস? নভেল বলে একরকম নতুন বই বেরিয়েছে—তাতে যেমন জ্ঞানের কথা থাকে এমন আর কিছুতে না। আগে মহাভারত রামায়ণ পড়তে কি ভালোই লাগত, কিন্তু নভেল পড়তে শিখে অবধি সেগুলো আর ছুঁতেও ইচ্ছে করে না। আমার ইচ্ছে করে তোকে লেখাপড়া শেখাই, তা হলে নভেল পড়বার সুখটা তুই জানতে পারিস। আচ্ছা, নভেল পড়তে কেমন লাগে শুনবি পিস্‌নি?

প্রস। আমরা দিদিঠাকরুন মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, আমরা ও-সব কি বুঝব।

হেমা। সব কথা না বুঝিস ভাবটাও তো বুঝতে পারবি সে এমনি মিষ্টি একবার শুনলে আর তুই ভুলতে পারবি নে—আমি বইটা নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান]

প্রস। কথক-ঠাকুরের কাছে কত শাস্তোরের কথা শুনেছি কিন্তু দিদিঠাকরুন যে শাস্তোরের কথা বললেন তা তো আমি কখনো শুনি নি। আমাদের দিদিঠাকরুন কত ন্যাকাপড়াই না জানি শিখেছেন।

[পুস্তক-হস্তে হেমাঙ্গিনী প্রবেশ]

হেমা। এই শোন্, (পাঠারম্ভ) "এখন প্রভাত হইতে কিছু বিলম্ব আছে। এখনও ক্ষীণচন্দ্র নৈশ-গগন প্রান্তে, সাগরে নিক্ষিপ্তা বালিকা সুন্দরীর ন্যায় ভাসিতেছিল, হাসিতেছিল, খেলিতেছিল, আবার হাসিতেছিল এবং আবার খেলিতেছিল।" দেখ্ দিকি পিস্নি, এখানটা কেমন লিখেছে—তোরা হলে শুধু বলতিস "হেসে খেলে বেড়াচ্ছিল" কিন্তু এতে দেখ্ দিকি কেমন বলেছে "ভাসিতেছিল হাসিতেছিল খেলিতেছিল আবার হাসিতেছিল এবং আবার খেলিতেছিল" (প্রসন্ন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক ভাবে হাঁ করিয়া শ্রবণ) তার পর শোন্—"ক্রমে উষার দুই চারিটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল—পুষ্প-কলিকা দুই চারিটি ফুটিয়া উঠিল—গাছের দুই চারিটি পাতা নড়িল। প্রথমে একটি পক্ষী ডাকিল, তার পর দুইটি পক্ষী ডাকিল, পরে তিনটি পক্ষী ডাকিল— শেষে সকল পক্ষী মিলিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিল। কুঞ্জে কুঞ্জে পক্ষীর কলরবের সহিত গৃহে গৃহে ঝাঁটার কলরব উঠিল। এই দুই কলরব মিশিয়া এক অপূর্ব মধুর প্রভাত-সংগীত সৃজিত হইয়া প্রাভাতিক গগনে সমুত্থিত হইল। সকলই নিস্তব্ধ—কেবল একটি মাত্র অশ্বারোহী পুরুষ জনশূন্য পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহার অশ্বের পদশব্দে সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছে— ক্রমে সেই অশ্বারোহী পুরুষ একটি গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। দেখিলেন, বংশীবদন ঘোষের বাড়ির গৃহস্থেরা সকলেই নিদ্রিত। কেবল একটিমাত্র বালিকা সম্মার্জনীহস্তে, গৃহপ্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিতেছিল। সুন্দরীর সুকুমার হস্তে ঝাঁটার যে কি শোভা তাহা কি পাঠকগণ দেখিয়াছেন? কেহ যদি না দেখিয়া থাকেন তো আমি দেখিয়াছি। ইহাতে প্রখরে মধুরে মিশে; বজ্র ও বিদ্যুতে প্রখরে মধুরে মিশে; নিদাঘ দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ও বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় প্রখরে মধুরে মিশে; ব্রাণ্ডি ও বরফে প্রখরে মধুরে

মিশে ; চিলের চিহিঁরবে ও কোকিলের কুহুধ্বনিতে প্রখরে মধুরে মিশে ; এবং বালিকার সুকুমার হস্তে ঝাঁটিকাও প্রখরে মধুরে মিশে। হে ঝাঁটে! হে শতমুখি!—হে ধূমকেতু প্রতিরূপিণি সম্মার্জনি! হে কুণ্ডলাকৃতিধূলি-রাশি-সমুদ্গারিণি! হে শল্লক-কণ্টকী-নিন্দিত-তীক্ষ্ণকর-প্রসারিণি! হে নারিকেল-রশি-নিবদ্ধ-শিরোদেশ-সুশোভিনি! কি বা তোমার অতুলনা মহিমা! তুমি গৃহের শ্রীস্বরূপা, কারণ তুমি গৃহ-প্রাঙ্গণের মুখ উজ্জ্বল কর—তুমি পল্লীর বৈতালিক-স্বরূপা, কারণ তোমার মৃদু মধুর ঝর ঝর নিনাদে গৃহস্থের নিদ্রা ভঙ্গ কর—তুমি দ্বিপত্নীক ভর্তার ভীতি-স্বরূপা, কারণ দিবারাত্রি তাহার উপর নিগ্রহ কর—তুমি বীরত্বের আদর্শ-স্বরূপা, তোমার সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে কেহ অগ্রসর হয় না, কারণ তোমা কর্তৃক নিগৃহীত ভীরুদের পৃষ্ঠদেশেই ক্ষতচিহ্ন লক্ষিত হয়—তুমি অলঙ্কার শাস্ত্রোল্লিখিত মহাকাব্য-স্বরূপা—কারণ তোমাতে নব রসেরই আবির্ভাব। যখন আনতমুখী অবগুণ্ঠনবতী যুবতীর সুকুমার হস্তে তুমি শোভমানা হও, তখন তুমি আদিরসের উত্তেজক—যখন প্রচণ্ড মূর্তি-ধারিণী, ঘূর্ণায়মানলোচনা, আলুলায়িতকেশা, বদ্ধ-পরিকরা বাগাস্ত-বর্ষিণী প্রৌঢ়ার হস্তে বজ্রের ন্যায় উদ্যত হইয়া থাক তখন তুমি রৌদ্র বীর ও ভয়ানক রসের উত্তেজক এবং যখন তোমার সেই সুতীব্র ভীষণ বজ্র নিগৃহীত ব্যক্তির পৃষ্ঠদেশ শতধা বিদীর্ণ করিয়া রক্তনদী প্রবাহিত করে, তখন তুমি করুণ-রসের উত্তেজক—যখন তুমি আস্তাকুঁড়ের আবর্জনারাশির মধ্যে ক্রীড়া করিতে থাক তখন তুমি বীভৎস রসের উত্তেজক— যখন তোমার কোমল স্পর্শে কুপিত নায়কের কোপ-শান্তি হয় তখন তুমি শান্তিরসের উত্তেজক। তোমার মহিমার অন্ত কোথায়? তোমাকে প্রণাম।"

প্রস। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

হেমা। ও কি লো প্রণাম করিস কাকে?

প্রস। দিদিঠাকরুন, ঠাকুর-দেবতাদের নাম শুনলে প্রণাম করতে হয়। ওতে ঠাকুরের মহিমের কথা খুব নিকেছে।

হেমা। (হাসিয়া) সে কি লো? ঠাকুর-দেবতার কথা এতে কোথায়

পেলি ? তুই কি কিছুই বুঝতে পারিস নি ? তাই তো বলি, লেখাপড়া যদি শিখতিস তা হলে কেমন বুঝতে পারতিস। দেখছিস নে, একটা সামান্য কথা বাড়িয়ে—কত অলংকার দিয়ে লিখেছে। তা দেখ, একটা ছোটো কথা বাড়িয়ে বললে কেমন বেশ মিষ্টি লাগে। সেইজন্যে অলীকবাবুর কথা শুনতে আমার বড়ো ভালো লাগে। কিন্তু বাবা তো তা বোঝেন না। একটা কথা ভালো করে সাজিয়ে বললেই তিনি মিথ্যে কথা মনে করেন। দেখ, পিসনি, আমার বলে নয়— যথার্থ ভালোবাসা হলেই কেমন একটা-না-একটা ব্যাগড়া পড়ে। এরকম ঢের আমি নভেলে পড়েছি। কিন্তু ভালোবাসা হলে কি কেউ ধরে রাখতে পারে ? বাবা বলেছেন যদি তিনি একবার একটা মিথ্যা কথা ধরতে পারেন তা হলে তাঁর সঙ্গে আর আমার বিয়ে দেবেন না।

প্রস। বলো কি দিদিঠাকরুন ? বাবু মানুষ, কাঁচা বয়েস, শহরে বাস, দু-চারটে মিথ্যে কথা না বললে কি চলে ?

হেমা। সে যাক, এখন অলীকবাবুকে আগে থাকতে কি করে সাবধান করেদি ভেবে পাচ্ছি নে।

প্রস। রোসো, আমি এইখানে দাঁড়িয়ে দেখি তিনি কখন এখানে আসেন। কর্তাবাবুর কাছে যাবার আগেই আমি তেনাকে সাবধান করে দেব।

হেমা। চুপ কর্ তো ! বাবার ঘরে কে যেন কথা কচ্ছে না ? এ নিশ্চয় অলীকবাবুর গলা !

প্রস। তবে বুঝি দিদিঠাকরুন, তিনি আর-এক সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এসেছেন।

হেমা। তবেই তো দেখছি সর্বনাশ ! যদি বাবার সঙ্গে কথা কবার সময় পেয়ে থাকেন তা হলেই তো দেখছি—

প্রস। তা দিদিঠাকরুন, কর্তাবাবু যাতে ওঁর বেফাঁস কথাগুলো না ধরতে পারেন তার একটা ফন্দি করতে হবে। আমার ঘটে বুদ্ধি এসে না। তবে আমার সেই মিন্‌সেটিকে বলে দেখি, যদি তার কোনোরকম বুদ্ধি জোগায়, দিদিঠাকরুন, আমি জানি তার অনেকরকম ফন্দি এসে।

হেমা। তবে তাই দেখ্ দিকি।

[হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান]

প্রস। (গদাধরের প্রতি লক্ষ করিয়া) ওগো একবার এই দিকে এসো তো গা।

[গদাধরের প্রবেশ]

প্রস। দিদিঠাকরুন যা বলছিলেন তা সব শুনেছ তো?

গদা। আড়াল থেকে আমি সব শুনেছি।

প্রস। পারবে?

গদা। পারব না? হাজার টাকা বড়ো কম কথা না, আমি এর ভার নিলুম। আমি এমন ফন্দি করব যে তাঁর মিথ্যা কথা স্বয়ং ব্রহ্মা এলেও ধরতে পারবে না! অলীকবাবু আমাকে দেখতে পাবেন না অথচ তাঁর কথা আড়াল থেকে আমার সব শুনতে হবে। কিরকম ধাঁচের লোকটা তার একটু আঁচ আমার আগে থাকতে নিতে হবে।

প্রস। দেখো—ওনারা এলে তুমি ঐ ঘরের ভিতর ঢুকো; তুমি ঐ ঘর থেকে সব দেখতে শুনতে পাবে, অথচ তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না। পিছনের সিঁড়ি দিয়ে পালাবারও বেশ পথ আছে।

গদা। কিছু ভয় নেই— দেখ্ দিকি আমি কি করি। (স্বগত) অলীকবাবু মিথ্যে কথা বলে যেই ধরা পড়বার মতন হবেন অমনি তাঁকে আমার বাঁচিয়ে দিতে হবে। যদি বুদ্ধির দোষে না বাঁচাতে পারি তা হলে হাজার টাকাটা তো মাঠে মারা যাবে। এই বুঝে এখন আমার কাজ করতে হবে।

প্রস। ওগো, এইবেলা ঘরে ঢুকে পড়ো, তেনারা আসছেন।

[গদাধর ও প্রসন্নের প্রস্থান এবং অন্তরাল হইতে অবলোকন]

অলীকবাবু। (নেপথ্য হইতে) সত্য বলছি মশায়।

[সত্যসিন্ধু ও অলীকবাবুর প্রবেশ]

সত্য। বলো কি বাপু?

অলীক। আজ্ঞা হাঁ মশায়, কামাখ্যা দেশের রাজকন্যা। রাজকন্যার

নামটি হচ্ছে মনোরমা। আমাকে বিবাহ করবার জন্য তিনি একবারে পাগল, কিন্তু আমি তাতে রাজি হলেম না। কেননা, আর-একজনের সঙ্গে আমার নাকি—

সত্য। আচ্ছা বাপু, সে কি সত্য রাজকন্যা ?

অলীক। আজ্ঞে, রাজা বিক্রমাদিত্যের বংশ।

সত্য। বনেদি ঘরের বটে। ভালো, সকলেই কি তাঁর দর্শন পেতে পারে ?

অলীক। বলেন কি মশায়, তা ও কি কখনো হয় ! চারি দিকে সেপাই পাহারা। কেবল আমি বলে তাই পেরেছিলেম।

সত্য। বটে ?

অলীক। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয়ে আমার যে কি আনন্দ হয়েছে তা আমি একমুখে বলতে পারি নে। সমস্ত গল্পটা মহাশয়ের কাছে বলছি শুনুন।

সত্য। ও কথা বাপু থাক, আর একটা গল্প বলো।

অলীক। এ গল্পটা সত্যি মশায়।

সত্য। এ গল্পটা সত্যি, তবে কি অন্য গল্পগুলো মিথ্যে ?

অলীক। রাম ! সে কি কখনো হতে পারে ? সব গল্পগুলিই সত্যি, তবে কিনা এটা আরো—

সত্য। এটা আরো সত্যি ?

অলীক। না না, তা নয়। আমি সে কথা বলছি নে। সে যা হোক, বিবাহের সমস্ত স্থির হয়ে গিয়েছিল, তবে আবার আপত্তি হচ্ছে কিসে মশায় ?

সত্য। বাপু ! তোমাকে তবে সব খুলে বলি। আমার মেয়েটির বয়স হয়েছে, আর তাকে বেশি দিন রাখা যায় না। এখনো তার বিবাহ হল না বলে লোকে আমার ভারি নিন্দে কচ্ছে। কিন্তু আমি সে-সব সহ্য কচ্ছি। আমার এই প্রতিজ্ঞা হয়েছে যে যতদিন না একটি ভালো বর খুঁজে পাই, ততদিন কখনোই [illegible] মেয়ের বিবাহ দেব না। এতে আমার জাত থাকুক আর নাই থাকুক।

বিশেষ আমার মেয়েটিকে অনেক যত্নে লেখাপড়া শিখিয়েছি, উপযুক্ত বর না পেলে তাকে জলে ফেলে দেওয়া হয়।

অলীক। তাতে আর সন্দেহ কি মশায়। তা কেন, শেক্সপিয়ার তাঁর ওয়েব্‌স্টর ডিক্সানারি বলে একটা নভেলেতে তো পষ্টই লিখেছেন যে মেয়েদের লেখাপড়া না শেখালে তারা হয় একটা জন্তু।

হেমা। (প্রসন্নের প্রতি অন্তরালে) দেখ্‌লি উনি নভেল পড়েছেন, আমি যা ঠাউরেছিলেম তাই।

অলীক। আর, চেম্বার্স অ্যাট্‌লাসে বায়রন লিখেছে যে নথ যেমন স্ত্রীলোকের প্রধান আলংকার বিদ্যাও স্ত্রীলোকের পক্ষে তাদ্রুপ।

সত্য। আমাদের শাস্ত্রেতেও এ বিষয়ের অনেক প্রসঙ্গ আছে।

অলীক। আজ্ঞে আছে বই কি। আমাদের শাস্ত্র অগাধ জগদম্বা বিশেষ, উপযুক্ত ডুবুরি হলে সকল রত্নই পাওয়া যায়। তা কেন, কালিদাসই তো মুগ্ধবোধে লিখে গেছেন যে 'বিদ্যাহীন না শোভন্তি বৈশাখে নর বাঁদরী'।

সত্য। তুমি বাপু সংস্কৃতও জান নাকি?

অলীক। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) আজ্ঞে, আপনার আশীর্বাদে কিঞ্চিৎ জানা আছে—বললে অহংকার করা হয়, এই সে দিন তারানাথ বাচস্পতি মশায়ের সঙ্গে ব্যাকরণ-ঘটিত অনেক তক্র-বিতক্র হল—তা বলতে কি, তাঁর কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি জন্মেছে—তা মশায়, ঝাড়া তিন ঘণ্টা তক্রের পর তাঁকে মুক্ত কণ্টকে স্বীকার করতে হল যে বাপু. তোমার মতো অদ্যুতীয় পণ্ডিত আর ভূভারতে নেই।

সত্য। বাপু, আমাদের সেকেলে ইংরাজি ও সংস্কৃতের চর্চা বড়ো ছিল না— পার্সিটাই খুব চলিত ছিল। (স্বগত) সংস্কৃত ও ইংরাজি শাস্ত্রে ছোগ্‌রাটির বিলক্ষণ দখল আছে দেখছি। কিন্তু শুধু বিদ্য থাকলে তো চলবে না, (প্রকাশ্যে) দেখো বাপু, এ পর্যন্ত যে কত বর এল গেল তার আর সংখ্যা নাই। কিন্তু তাদের কাকেও আমার পছন্দ হয় নি।

অলীক। ভালো বর না হলে আপনার মতন লোকের পছন্দ হবে কেন?

আর ভালো বর পাওয়াও অদৃষ্টের কর্ম। অত কথায় কাজ কি। এই দেখুন-না কেন, বিষ্ণুপুরের রাজা তার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য আমাকে কত সাধাসাধি কল্লে— কিন্তু আপনাকে কথা দিয়েছি বলে আমি তাতে কিছুতেই রাজি হলেম না। আর দেখুন মশায়, আমার কি একটা বদ্ রোগ আছে যে একবার কথা দিলে আর আমি তা লঙ্ঘন কত্তে পারি নে—বরং ইদিকের সূর্য্যি উদিকে উঠতে পারে তবু আমার কথার বেঠিক হয় না।

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত।) তা কেমন—যুধিষ্ঠিরের ঠাকুরদাদা আর কি?

সত্য। এ আবার বদ্ রোগ কি? এ তো সচ্চরিত্রের লক্ষণ। এরকম রোগ যেন বাপু সকলেরই হয়। যা হোক বাপু, তোমাকে আজ আমার পরীক্ষা কত্তে হবে—আমি এই নিয়ম করেছি যে পরীক্ষা না করে কারো সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দেব না।

অলীক। (আশ্চর্য হইয়া) পরীক্ষা! কিসের পরীক্ষা মশায়? (স্বগত) কি উৎপাত! এত করে ইস্কুল থেকে এড়িয়ে আবার বুড়ো বয়সে এগ্‌জ্যামিনের দায়ে পড়তে হল নাকি!

সত্য। এমন কিছু পরীক্ষা নয়—তোমার কথাবাত্রাতেই তোমার যথেষ্ট পরীক্ষা হবে।

অলীক। (স্বগত) রাম বলো বাঁচলেম। কথাবাত্রায় আমার পরীক্ষা হবে। তবে আমাকে আর পায় কে? এমনি লম্বা চৌড়ো কথা শুনিয়ে দেব যে উনি একেবারে তাক হয়ে যাবেন। (প্রকাশ্যে) তা মশায়, আমি পরীক্ষা দিতে রাজি আছি। দেখুন মশায়, সে দিন একটা ভারি বিপদে পড়েছিলেম।

সত্য। কি বিপদ বাপু?

গদা। (অন্তরাল হইতে) এই দেখো, আবার কি একটা আষাঢ়ে গল্প বলে।

অলীক। ও পারে বোসদের বাড়ি সেদিন আমার আর আমার একটি বন্ধুর নিমন্ত্রণ ছিল—তা মশায় আমরা তো জগন্নাথ-ঘাটে নৌকো করলেম। নৌকোয় উঠে খানিক দূর গিয়েছি— তখন ঝিকিমিকি বেলা—অমনি কোন্নগরের দিকে

একটানা মেঘ দেখা দিলো, তার পরে ফুর ফুর করে একটু বাতাস উঠল। তার পরেই মশায় তত্তর করে কালো মেঘে একেবারে আকাশ ছেয়ে গেল— আর ভয়ানক ঝড় !

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) যেরকম বর্ণনা কচ্ছেন তাতে তো দেখছি ইনি বেশ নভেল লিখতে পারেন।

অলীক। তার পর মশায় ভয়ানক তুফান, এমন আমি কখনো দেখি নি। তালগাছের মতো বড়ো বড়ো ঢেউ যেন চার দিক থেকে গিলতে এল। নৌকোটা ডোবে আর কি— এমন সময় আমি কোমর বেঁধে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়লেম। ভাগ্যি আমার সাঁতার দেওয়াটা খুব অভ্যেস ছিল, তাই রক্ষে। আমি সেখান থেকে এক ডুব মারলেম, আর ডুবেই একেবারে শালকের ঘাটে দাখিল। ঘাটের রাণাটা আমার মাথায় ঠনাৎ করে লাগল। কপালটা মশায় একেবারে ফুলে ঢাক হয়ে উঠল। তার পর দেখি পেটটাও জল খেয়ে ঢেঁকি হয়েছে। যা হোক, প্রাণটা তো বাঁচল।

হেমা। আহা, না জানি উনি কত কষ্ট পেয়েছিলেন।

সত্য। জল খেলে কি করে বাপু? যে ডুব-সাঁতার ভালো জানে সে কি কখনো জল খায়?

অলীক। এ কি মশায় ছোটো পুষ্করিণী— একে গঙ্গা, তাতে আবার তুফান— যেই এক-এক বার মাথা ওঠাচ্ছি অমনি এক-এক ঘটি জল খেয়ে ফেলছি।

সত্য। তবে যে বাপু, তুমি বললে এক ডুবেই গঙ্গা পার হলেম?

অলীক। সে কথার কথা বলছিলেম। তার পর শুনুন না মশায়, সাঁতার দিয়ে তো ভয়ানক হাঁপিয়ে পড়েছি— প্রাণ যায় আর কি—কি করি— কোথায় যাই— ভাগ্যি কাছে একটা দোকান ছিল তাই মশায় রক্ষে—সেখানে গিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে তবে বাঁচি।

সত্য। এক গঙ্গা জল খেয়েও সাধ মিটল না বাপু?

অলীক। সে জল কি পেটে ছিল মশায়, ডাঙায় এসেই সব উঠে গিয়েছিল।

সত্য। ভালো, তোমার সেই বন্ধুটির দশা কি হল? মোলো কি বাঁচল তার কথা তো তুমি কিছুই বললে না।

অলীক। বন্ধু কে মশায়?

সত্য। এই যে তুমি প্রথমেই বললে "ও পারে আমার আর আমার একটি বন্ধুর নিমন্ত্রণ ছিল"—

অলীক। ওঃ! তার কথা বলছেন? সে তো তখনই অক্কা পেলে। যেমন নৌকোডুবি হল, তারও সেই সঙ্গে কর্ম সাফ হয়ে গেল—সাঁতার না জানলে কি গঙ্গায় রক্ষা আছে মশায়?

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) লোকটার মুখ-জোর খুব আছে দেখছি। বোধ হয়, আমার বেশি কষ্ট পেতে হবে না। আপনার কাজ আপনি ফতে কত্তে পারবেন।

[অলীকবাবুর একজন বন্ধুর প্রবেশ]

বন্ধু। (স্বগত) সে শালা কোথায়? সে দিন বড়ো ঢলিয়েছিল। এমনি মাতাল হয়েছিল যে চৌকিদারেরা ঝোলায় করে তাকে পুলিসে নিয়ে যায়। আমি তবে দশটা টাকা দিয়ে চৌকিদারের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি। কোথায় সে শালা। (অলীককে দেখিতে পাইয়া প্রকাশ্যে) হ্যাঃ বাবা! সেদিন কেমন রগড় হয়েছিল?

অলীক। (ত্রস্ত হইয়া স্বগত) কি উৎপাত! সেই শালা এসেছে দেখছি—এইবার দেখছি সব ফাঁস হয়ে গেল। কি করে এখন একে থামাই।

[এই সময়ে গদাধর অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অলীকের বন্ধুকে তাড়াতাড়ি ইঙ্গিত-দ্বারা আহ্বান ও গদাধরের নিকট তাহার গমন]

সত্য। ও লোকটি কে বাপু?

অলীক। (স্বগত) ও বেশ গাইতে পারে—ওকে গাইয়ে বলে চালিয়ে দেওয়া যাক-না কেন। শহরের একজন খুব ধনী বলে আমি সত্যসিন্ধুর কাছে আপনার পরিচয় দিয়েছি—দুই-একজন গাইয়েও যে আমার মাইনে করা চাকর

আছে— সেটাও তো বলা ভালো। আর গান কত্তে বললেই ও বেটাও লজ্জায় এখান থেকে এখনই পালাবে, তা হলে আমিও বাঁচব।

সত্য। ও ছোগ্‌রাটি কে বাপু? বলছ না যে?

অলীক। আজ্ঞে, ও একটি গাইয়ে— ৫০ টাকা দিয়ে ওকে আমি চাকর রেখেছি।

সত্য। বটে!

গদাধর। (অন্তরালে— অলীকের বন্ধুর প্রতি জনান্তিকে) কর্তা বসে আছেন দেখতে পাও নি? এয়ারকির কথাগুলো ছেড়ে দিয়ে ওখানে ভালো হয়ে বোসো।

বন্ধু। (স্বগত) উনি কর্তা নাকি— তবে তো কথাটা ভালো হয় নি। এবার তবে-ভালো মানুষের মতো বসি-গে। (নিকটে আসিয়া উপবেশন)

অলীক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) ইনি বেশ গাইতে পারেন মশায়।

সত্য। "জ্ঞানং পরতরং নাস্তি, গানং পরতরং নাস্তি" গানের চেয়ে কি আর জিনিস আছে? তোমাদের কলকাতায় এলেম বাপু—দু-একটা গান-টান শোনাও।

বন্ধু। (লজ্জিত হইয়া) আমি মশায়, গান জানি নে।

অলীক। মশায়, উনি গানেতে ওস্তাদ।

সত্য। তবে হোক না একটা – হোক— হোক।

অলীক। গাও-না একটা—

বন্ধু। (স্বগত) ভালো মুশকিলেই পড়েছি— এরকম হবে জানলে কোন্‌ শালা এখানে আসত—দূর হোক-গে— যা জানি একটা গেয়ে পালাই। (গানারম্ভ)

রাগিণী। ললিত তাল। আড়াঠেকা

গা তোলো রে নিশি অবসান প্রাণ।
বাঁশবনে ডাকে কাক, মালি কাটে পুঁইশাক,
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান।
ধুতুরা ভ্যারেণ্ডা আদি, ফুটে ফুল নানা জাতি,
স্যাবেঞ্জারের গাড়ি নিয়ে যায় গাড়োয়ান।

সত্য। বাঃ, বেশ মিষ্টি গলা তো !

অলীক। কেন মশায়, প্রাতঃকালের বর্ণিমেটাই বা কি মন্দ।

বন্ধু। (উৎসাহ পাইয়া) এরই জোড়া আর একটি সন্ধ্যার বর্ণনা আছে— সেটা আরো ভালো।

অলীক। সেটা শুনিয়ে দেও-না !

বন্ধু। গানটি হচ্ছে জানকীর প্রতি শ্রীরামের উক্তি।

সত্য। তা বেশ— বেশ ঐ গানটিই গাও বাপু !

বন্ধু। (গানারম্ভ)

রাগিণী। পূরবী তাল। কাওয়ালি

গা ঢালো রে, নিশি আগুয়ান, প্রাণ।
'বেল ফুল' 'বেল ফুল' ঘন হাঁকে মালিকুল,
'বরীফ' 'বরীফ' হেঁকে বরফ-ওলা যান।
শ্যাওড়া বনে পালে পাল, ক্যাক্কুয়া ডাকে শ্যাল
আস্তাকুড়ে কিচির মিচির ছুঁচোয় করে গান।
হুলো বেড়াল মিয়াও করে, নেংটে ইঁদুর খাচ্ছে ধরে
পেঁচা ভাবে আমার খাবার অন্যে কেন খান।
পড়ল গুড়ুম নটার তোপ, এখনো কি যায় নি কোপ,
একটুখানি দিয়ে হোপ রাখল আমার প্রাণ।
ভোঁদড়গুলো মারছে উঁকি, ঘুমিয়ে পোলো খোকা খুঁকি,
শ্রীরাম বলেন, হে জানকী ভাঙবে কি তোর মান ?
দ্বিজ বাল্মীকি কয়, এ মান ভাঙবার নয়,
চরণ ধরো হে দয়াময়, নইলে নাইকো ত্রাণ।

সত্য। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) কিন্তু এটা তো বাল্মীকের রচনা বলে বোধ হচ্ছে না বাপু। এটা যে কেমন কেমন ঠেকছে।

অলীক। আজ্ঞে, ওটা নিজ বল্মীকের না হোক কীর্তিরাম দাসের ভাঙা বটে। (স্বগত) ইনি হচ্ছেন একজন অজ পাড়াগেঁজে লোক— রাগ-রাগিণীর ধার তো

কিছুই রাখেন না। আমিও ততোধিক— কিন্তু এঁর কাছে রাগ-রাগিণী ফলাতে খুব আরাম আছে, (প্রকাশ্যে) এটা কি রাগিণী জানেন মশায়?

সত্য। না বাপু, রাগ-রাগিণীর আমি কিছু বুঝি নে।

অলীক। আজ্ঞে, এটা হচ্ছে রাগিণী শব্দকল্পদ্রুম।

বন্ধু। না না, এটা যে বেহাগ।

অলীক। আরে মূর্খ—এর বাংলা নাম বেহাগ, সংস্কৃততে একে শব্দ-কল্পদ্রুম বলে। দেখুন মশায়, হিন্দুসন্তান হয়ে সংস্কৃতটা না জানা বড়োই খারাপ।

সত্য। তার সন্দেহ কি বাপু। আর-একটা গান হোক-না—তুমি বাপু, ফরমাশ করো—আমি তো রাগ-রাগিণী কিছুই বুঝি নে।

অলীক। আচ্ছা, রাগ্ ঘটোৎকচ গাও দিকি।

বন্ধু। সে কি আবার?

সত্য। ঘটোৎকচ বলে একটা রাক্ষস ছিল জানি— ঐ নামে এক রাগও আছে নাকি?

অলীক। আজ্ঞে হাঁ! এ রাগ সকলে জানে না। খুব বড়ো গাইয়ে না হলে এ রাগে গাইতে পারে না।

বন্ধু। (স্বগত) শালা তো ভারি উৎপাতে ফেললে দেখছি। ঘটোৎকচ রাগ তো আমি কখনো শুনি নি। যা হোক, আর এখানে থাকা নয়, পালানো যাক। (প্রকাশ্যে) অলীকবাবু, আমি তবে আসি— আমার আজ একটু বিশেষ কাজ আছে।

[তাড়াতাড়ি প্রস্থান]

অলীক। বেটার রোজই একটা না একটা ওজর। ৫০ টাকা মাইনে বড়ো কম নয়। রোস্, কালই ওকে ছাড়িয়ে আর-একজন গাইয়ে বাহাল কচ্ছি। আমার বড়ো আপসোস হচ্ছে যে মশায় ঘটোৎকচ রাগিণীটা শুনতে পেলেন না— তা সকল ওস্তাদ তো সকল রাগ জানে না। আমি আর-এক ওস্তাদের কাছে এই রাগটি পূর্বে শিক্ষা করেছিলেম—তা যদি বেয়াদবি মাপ করেন তো—

সত্য। তা গাও না— তাতে ক্ষতি কি। উত্তম সংগীত হলে পিতা-পুত্রেও গাওয়া যায়। শাস্ত্রেই তো আছে "শিশু পশু মৃগব্যালা নাদের পরিতুষ্টতি"।

অলীক। (নানা ভঙ্গী সহকারে গানারম্ভ)

রাগিণী। খাম্বাজ তাল। কাওয়ালি

ছিলি যেথানে সেথানে যারে ভৃঙ্গ ;
চটক্ ফটক্ দেখালে কি হবে।
আস্কারা মস্কারা পেয়ে করিস্ নেকো রঙ্গ।
করিস নে করিস নে ম্যানে মিছে ন্যাকেরা,
রাগে গর্ গর্ গর্ গর্ গর্ গর্ কপালে থ্যাংরা ;
ধা কিটিতাক্ ধুমকিটিতাক্ খেন্না উড়ে যা পতঙ্গ,
রঙ্গ ভঙ্গ দেখে জ্বলিছে অঙ্গ ॥

সত্য। দিল্লি থেকে একজন মস্ত ওস্তাদ কৃষ্ণনগরে একবার এসেছিল— সে বাবু এইরকম খিটিমিটি খিটিমিটি করে কত গান গেয়েছিল। তাতেই বোধ হচ্ছে, ইটি উচ্চ অঙ্গের সংগীত।

অলীক। আজ্ঞে হাঁ, উচ্চ অঙ্গের বই-কি, মিঞা তানসেনের পৃসিদ্ধ ধ্রুপদ।

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) হা কর্ণ! তুমি কি শুনলে! যা শুনলে তা কি আর কখনো শুনেছ? এমন মিষ্টতা কোথায় আছে? এমন মিষ্টতা পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে নেই—এমন মিষ্টতা উষার অরুণ-কিরণে নেই—এমন মিষ্টতা মধুকর-রচিত মধুচক্রে নেই— হা, কি শুনলেম!

সত্য। বাপু, তামাক ডাকো, সেই অবধি তোমার গল্প শুনছি— এক ছিলিম তামাক দিলে না।

অলীক। তাই তো, বেটারা ভারি কুঁড়ে দেখছি। ওরে মাধা— হারা— কানাই— কোনো বেটাই যে উত্তর দেয় না।

সত্য। এমন জানলে যে আমার চাকর সঙ্গে নিয়ে আসতেম। তুমি বললে তোমার ঢের চাকর আছে—তাই আর আনলেম না।

অলীক। আজ্ঞে চাকরের অপ্রতুল কি? আমার দশ-বারোজন চাকর। বেটারা সব ঘুমুচ্ছে দেখছি। বসুন মশায়, আমি একবার দেখে আসি।

[অলীকের প্রস্থান, পরে স্বয়ং তামাক সাজিয়া অলক্ষিত ভাবে হাতটি মাত্র বাড়াইয়া ঘরের ভিতরের দেয়ালে হুকা ঠেস দিয়া রাখন ও পরে পুনঃপ্রবেশ]

অলীক। আশ্চর্য! এখনো বেটারা তামাক দিলে না? ও! ঐ যে দিয়ে গেছে দেখছি। মশায়, তামাক ইচ্ছে করুন।

সত্য। (হুঁকা লইয়া) আ বাঁচলেম!

অলীক। দেখেছেন মশায়, বেটারা আস্তে আস্তে হুঁকোটা ঐখানে রেখে গেছে— আমার ভয়ে এখানে আসতে পারে নি।

সত্য। (কাশিতে কাশিতে) দেখো বাপু, তোমাদের কলকাতা বড়ো গরম— এখানে আর তিষ্ঠোনো যায় না।

অলীক। গরম বোধ হচ্ছে? একটু নক্সভমিকা খান-না মশায়।

সত্য। সে কি বাপু?

অলীক। হুমোপাথি চিকিৎসায় এই ওষুধ চলিত—বড়ো চমৎকার ওষুধ। হনুমানজী গন্ধমদন থেকে যে ওষুধ এনে লক্ষ্মণ ভায়াকে বাঁচান, এ সেই ওষুধ। জানেন মশায়, আমাদের হনুমান একজন মস্ত ডাক্তার ছিলেন।

সত্য। হুমোপাথি চিকিৎসাটা কিরকম বাপু? তোমার চিকিৎসা বিদ্যাও আসে নাকি?

অলীক। আজ্ঞে চিকিৎসা শাস্ত্রও কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করা হয়েছিল— হুমোপাথি শাস্ত্রটা কি জানেন মশায়? প্রথমে এই শাস্ত্রের নাম হনুমানপন্থী ছিল— ক্রমে তার নাম হুমোপ্যাথি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংরেজ বেটারা বলে কিনা এ শাস্ত্র তারা বের করেছে—কিন্তু হনুমান যে এর ছিষ্টিকর্তা এটা মশায় তারা অস্বীকার কত্তে পারে না।

সত্য। বটে?

[বাড়ি ভাড়ার টাকা আদায় করিবার জন্য একটা খাতা হস্তে একজন ব্যক্তির প্রবেশ]

ঐ ব্যক্তি। (স্বগত) সেই ছোগ্‌রাটা তো এই বাড়ি ভাড়া করেছে— তার বিষয়-আশয় আছে কি না তা তো জানি নে— এখন ভাড়ার টাকাটা আদায় হলে হয়।

অলীক। (স্বগত) সর্বনাশ করেছে— সেই বেটা এই বাড়ির ভাড়া আদায় কত্তে এসেছে। এটা যে আমার নিজ বাড়ি নয়— ভাড়াটে বাড়ি— এইবার দেখছি সব প্রকাশ হয়ে পড়বে। বেটাকে এখন কি করে তাড়ানো যায় ?

ঐ ব্যক্তি। (অলীককে দেখিতে পাইয়া) এই-যে বাবু, আমার হিসাবটা চুকিয়ে দিলে ভালো হয় না ? অনেক দিন পড়ে আছে।

অলীক। (ধমকাইয়া) এখানে কি ? যাও যাও, নীচে যাও, দফতর-খানায় যাও—

ঐ ব্যক্তি। দফতরখানায় যাব ? এই যাই মশায় ! (স্বগত) এমন তেরিয়া মেজাজের বাবুও তো আমি কখনো দেখি নি— মিষ্টিমুখে বললেই হয় যে যাও দপ্তরখানায় গিয়ে খাতাঞ্জির কাছ থেকে ভাড়ার টাকা কটা চুকিয়ে নেও-গে— তা তো নয়— বাবা ! আমাকে যেন একেবারে খেতে এল।

[প্রস্থান]

গদা। (স্বগত অন্তরাল হইতে) বাবুর খাতাঞ্জি তো ঢের ! এখন ও বেটা যদি ফের উপরে আসে তা হলেই তো মিথ্যা কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়বে, তা কখনোই হতে দেব না—বেটা নীচে গেলে এমনি ঠুকে দেব যে প্রাণান্তেও আর এমুখো হবে না !

অলীক। আরে মশায়, আমার সরকারটা ভারি বিরক্ত করে তুলেছে। এই সময় কিনা হিসেব নিয়ে উপস্থিত ! এই সময় কি হিসেব দেখবার সময় ?

সত্য। হিসেব-টিসেব বুঝি তুমি নিজেই দেখ ?

অলীক। আজ্ঞে হাঁ, সব নিজে দেখতে হয়— নিজের চোখে না দেখলে কি চলে মশায় ?

সত্য। এ কথা শুনে বাবু আমি বড়ো খুশি হলেম— কেননা, বড়ো মানুষের ছেলেরা নিজের চোখে কিছুই দেখে না। আর-একটা বাবু

তোমাকে আমি উপদেশ দি। দেখো, ঘরে বসে কখনোই থেকো না— একটা কোনো ভালো কাজকর্মের চেষ্টা দেখো— যদিও তোমার অতুল ঐশ্বর্য— কিছুরই অভাব নেই— তবু একটা কাজকর্ম নিয়ে থাকলে খারাপ দিকে মন যায় না— গভর্নমেণ্টে কাজ করে এমন-কি কোনো বড়োলোকের সঙ্গে তোমার আলাপ নাই? মুরুব্বির জোর না থাকলে বাপু আজকাল কোনো কাজ পাওয়া যায় না। অনারেবল জগদীশবাবুর সঙ্গে কি তোমার আলাপ আছে? তিনি একজন মস্ত লোক।

অলীক। বলেন কি মশায়? তাঁর সঙ্গে আমার আবার আলাপ নেই— বিলক্ষণ আলাপ আছে।

সত্য। তাঁর সঙ্গে সর্বদা সাক্ষাৎ হয়?

অলীক। সাক্ষাৎ হয় না? প্রতিদিনই সাক্ষাৎ হয়। তাঁর বাড়িটি বড়ো চমৎকার দেখতে মশায়।

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) এই দেখো, আবার একটা মিথ্যে কথা কয়। আমি হলেম জগদীশবাবুর মোসাহেব— আমি তো ওকে একদিনও আমাদের বাড়িতে যেতে দেখি নি।

অলীক। জগদীশবাবু আমার একজন মস্ত মুরুব্বি। তিনি দুটো কর্ম আমার জন্যে রেখেছেন। হয় বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের, নয় টাকশালের দেওয়ানি পদটা তিনি সাহেব-সুবোকে বলে আমাকে করে দেবেন। এখন আমার ওর মধ্যে যেটা পছন্দ হয়। আর তিনি পষ্টই বলেন যে অলীকপ্রকাশের মতো বিদ্বান বুদ্ধিমান সচ্চরিত্র সত্যবাদী লোক শহরের মধ্যে অতি অল্পই আছে।

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) তা বাস্তবিক। অলীকবাবুর মতো লোক আমি তো কোথাও দেখি নি। যে পৃথিবীতে গোলাপে কণ্টক আছে, বিদ্যুতে বজ্র আছে, পুষ্পকলিকায় কীট আছে, প্রতি পদে অলীকতা কুটিলতা শঠতা, অলীকবাবু সে পৃথিবীর লোক নন।

সত্য। এ অতি সুখের বিষয়। তা বাপু, এমন সুবিধে পেয়েও চুপ করে বসে আছ? এসো, এখনই তোমায় জগদীশবাবুর কাছে যেতে হবে। এসো,

আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি—এই দুটোর মধ্যে একটা কর্ম যাতে তোমার শীঘ্র হয়, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা কত্তে হবে।

অলীক। এই সবে আপনি এখানে এসেছেন, এর মধ্যেই কাজকর্মের ঝঞ্ঝাটে যাবেন? ভালো কথা, আমার এই বাড়িটা আপনি কেমন পছন্দ করেন?

সত্য। বাড়িটা একটু ফাঁকা জায়গায় হলেই ভালো হত— তা—

অলীক। এ কথা আমাকে আগে বললেন না কেন মশায়? বিডন স্কোয়্যারের সামনে আমার একটা মস্ত বাড়ি আছে— সে জায়গাটা বেশ ফাঁকা। তা হলে ঠিক আপনার মনের মতো হত।

সত্য। তোমার আর-একটা বাড়ি আছে নাকি?

অলীক। আজ্ঞে হাঁ। সে বাড়িটে তৈরি কত্তে আমার বেশি খরচ পড়েনি। হদ্দ পাঁচ লাখ টাকা।

গদা। (অন্তরাল হইতে) খরচের মধ্যে একটা মিথ্যে কথা!

অলীক। বাড়িটি মশায় বড়ো চমৎকার! আগাগোড়া নতুন—বড়ো বড়ো ঘর, আর সকল রকম সুবিধে আছে। সে বাড়ি দেখলে আপনি নিশ্চয় পছন্দ কত্তেন।

সত্য। সত্যি নাকি? তা বেশ হয়েছে— আমি সেই বাড়িতেই থাকব। যদিও এ বাড়ির দুটো মহল আছে— তবু তোমাতে আমাতে এখন একসঙ্গে থাকাটা ভালো দেখায় না।

অলীক। কি আপসোস। আপনি যদি এর কিছু আগে বলতেন তা হলে বড়ো ভালো হত। আমি— এই কাল বাড়িটে বিক্রি করে ফেলেছি।

সত্য। কি! এর মধ্যেই বিক্রি করে ফেলেছ?

অলীক। হাঁ মশায়, দেড় লাখ টাকায়। যেমন বাড়ি তদুপযুক্ত দাম হয় নি যদিও— কিন্তু কিছু মেরামত বাকি ছিল নাকি তাই—

সত্য। এই বললে বাড়িটে আগাগোড়া নতুন— আবার মেরামত বাকি?

অলীক। আমার বলবার অভিপ্রায় তা নয়— বাড়িটা নতুন সত্যি— কিন্তু

একটা দেয়ালের গাঁথনি মজবুত ছিল না বলে খানিকটা ভেঙে পড়েছিল। আজকাল গাঁথুনি কি কম মজবুত তা তো আপনি জানেন— সেইজন্যে দেড় লাখ টাকা— দেড় লাখ টাকাতেই রাজি হলেম— মনে কল্লেম— যথা লাভ!

সত্য। বাড়িটা বিক্রি করেছ কাকে?

অলীক। যাকে বিক্রি করেছি তার নাম লাটুভাই। লোকটা খুব ধনী। আগে কলকাতায় একজন মস্ত দালাল ছিল। এখন কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে বাড়ি বসে আছে।

[পত্র লইয়া এক ব্যক্তির প্রবেশ]

পত্রবাহক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) মশায়! আপনার নামে একখানি পত্র আছে। (পত্রপ্রদান)

সত্য। (পত্রপাঠ) ও! সেই টাকাটা দিতে হবে বটে! সেই হুণ্ডিগুলো আবার কোথায় রাখলেম দেখি।

[সত্যসিন্ধু পত্রবাহক ও অলীকের প্রস্থান এবং হেমাঙ্গিনী ও প্রসন্নের প্রবেশ]

হেমা। দেখ্ পিস্‌নি, যার সঙ্গে ভালোবাসা হয় তাকে ভালোবাসার চিঠি গোপনে পাঠাতে হয়— তুই যদি নভেল পড়তিস তা হলে এ-সব বেশ বুঝতে পারতিস।

প্রস। তোমারা দিদিঠাকরুন ন্যাকাপড়া জান, তোমরা চিঠি পাঠাবে বই-কি—আমরা মুখ্খু নোক, আমরা অত কি জানি।

হেমা। তা দেখ্— আমি একটা চিঠি লিখেছি— শোন্ দিকি কেমন হয়েছে। (পত্রপাঠ)

পত্র

স্বামিন!

কি বলিলাম? আমি কি এখন আপনাকে এরূপ সম্বোধন করিতে পারি? কে বলে পারি না? অবশ্য পারি। সমাজ ইহার জন্য আমাকে তিরস্কার করিতে পারে, পৃথিবীর সমস্ত লোক আমার নিন্দা দেশবিদেশে পরিঘোষণা করিতে পারে, কিন্তু এরূপ মধুর সম্বোধন করিতে কেহই আমাকে বিরত

করিতে পারিবে না। আমি জগতের সমক্ষে, চন্দ্রসূর্যকে সাক্ষী করিয়া মুক্তকণ্ঠে স্পষ্টাক্ষরে বলিব তুমিই আমার স্বামী; শতবার বলিব, সহস্রবার বলিব, লক্ষবার বলিব, তুমিই আমার স্বামী। যে অবধি আমাদের গবাক্ষ দ্বার দিয়া তোমার সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি দেখিলাম— সেই মুখখানি— সেই উষার প্রথম কিরণের ন্যায় মুখখানি, সায়াহ্নের প্রথম তারার ন্যায় মুখখানি, কমল-বনে প্রথম শিশিরবিন্দুর ন্যায় মুখখানি, প্রেমের প্রথম আলাপের ন্যায় সেই মুখখানি দেখিলাম— দেখিয়া মজিলাম—মজিয়া জ্বলিলাম— জ্বলিয়া মরিলাম না কেন? আর পারি না— পত্রের প্রতি ছত্র অশ্রুজলে সিক্ত হইতেছে। কত পত্র লিখিলাম, অশ্রুজলে মুছিয়া গেল। আবার মুছিয়া গেছে— আবার লিখিয়াছি— আর পারি না— অশ্রুজলে আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না— এইবার বিদায়— এইবার শেষ বিদায়— জন্মের মতো বিদায়। যদি এই নারীজন্মে বিধাতা এমন দিন লিখিয়া থাকেন, তবে একবার তোমার সেই মুখখানি দেখিব—নয়ন ভরিয়া দেখিব— দেখিতে দেখিতে মরিব। জীবনে আর আমার কোনো সাধ নাই।

তোমারই হেম

প্রস। (অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে) বালাই! তুমি দিদিঠাকরুন মরবে কেন? ওরকম অলুক্ষুণে কথা কি বলতে আছে? যার কেউ নেই সেই মরুক, তুমি মরবে কেন? বালাই!

হেমা। তুই পাগল হয়েছিস নাকি? আমি কি সত্যি-সত্যি মরতে যাচ্ছি? ভালোবাসার চিঠিতে ওরকম লিখতে হয়। তুই যদি নভেল পড়তে জানতিস তো এসব বুঝতে পাত্তিস। (স্বগত) হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা কথা ভুলে গিয়েছি, বিষবৃক্ষের সেই জায়গাটা তুললে হত। যাক্ আর কাজ নেই। (প্রকাশ্যে) দেখ্, পিসনি, তুই এই চিঠিটা কোনোরকম করে অলীকবাবুর হাতে দিতে পারিস?

প্রস। তা দিদিঠাকরুন পারব না কেন—আমি লুকিয়ে দিয়ে আসব এখন।

হেমা। (পত্রপ্রদান) দেখিস যেন কেউ না টের পায়। ঐ বুঝি অলীকবাবু এই দিকে আসছেন।

[হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান ও অলীকের প্রবেশ]

প্রস। (অলীকের প্রতি) হ্যাঁগা বাবু, তুমি কি কিছুতেই শোধরাবে না?

অলীক। (চমকিত হইয়া) এ মাগি আবার কোথা থেকে এল? ক্যাভাভ্যারাস্— কে তুই?— আ মোলো মাগি, শোধরাব কি?

প্রস। তোমার সঙ্গে বে'র সোম্মোন্দো হচ্ছে নাকি— তাই বলছি, আমি দিদিঠাকরুনের দাসী, আমার নাম পেসন্ন।

অলীক। (বুঝিতে পারিয়া) ও! তুমি প্রসন্ন— দিদিঠাকরুনের দাসী— এসো, এসো। তোমার দিদিঠাকরুন ভালো আছেন?

প্রস। হ্যাঁগা, ভালো আছেন।

অলীক। আমি তোমার দিদিঠাকরুনের কাছে কি দোষে অপরাধী যে তুমি আমার শোধরাবার কথা বলছ? তোমার দিদিঠাকরুন বই আমি তো আর কাউকে জানি নে।

প্রস। না না, তা নয়— কত্তাবাবু বলেছেন [illegible] রাত্তিরের মধ্যে যদি তোমার একটা মিথ্যে কথা ধরা পড়ে তা [illegible] সঙ্গে দিদিঠাকরুনের বে দেবেন না।

অলীক। আমার মিথ্যা কথা? আমি মিথ্যে কথা কই? এ দোষ কে দিলে? আমার মতন মিথ্যেবাদী— রাম বল— সত্যবাদী আর একটি খুঁজে বের করো দিকিন!

প্রস। না না, তা বলছি নে বাবু— কথাগুলো ডাগর ডাগর না বলে একটু খাটো খাটো করে বোলো— আমাদের কত্তা ডাগর ডাগর কথা ভালোবাসেন না।

অলীক। সব সময়েই কি কথা ছোটো হয়— কখনো খাটো— কখনো ডাগর— যেটা সত্যি সেইটিই তো আমার বলতে হবে। জানলে প্রসন্ন, আমার সব কথাই সত্যি— মোদ্দাখানা সত্যি। তবে অত খুঁটিনাটি ধরতে

গেলে চলে না। আর দেখো বাছা, যেটি হয়েছে ঠিক সেইটি বলতে আমার বড়ো ভালো লাগে না — ওর মধ্যে একটুখানি অলংকার না দিলে কথাগুলো খট্‌খোটে হয়ে পড়ে। কাট্‌খোট্টার মতো নেহাৎ ডালরুটি-খেগো কথাগুলো কি ভালো লাগে? ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলেই পাঁচরকম সাজিয়ে বলতে হয়— নাহলে যে আমাকে অসভ্য বলবে। অত কথায় কাজ কি— এবার তোমাকে বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছি, মানুষ কি শুধু ভাত খেয়ে বাঁচতে পারে? ভাতের সঙ্গে ডাল চাই— মাছের ঝোল চাই— কালিয়ে চাই—

প্রস। (তাড়াতাড়ি আমি বাবু কিন্তু একটা মাচ-চচ্চড়ি আর আম্বল পেলেই সব ভাতগুলো খেয়ে ফেলতে পারি।

অলীক। তাই বলছি— এখন বুঝলে তো?

প্রস। এখন বুঝিছি। আমিও তো তাই বলি বাবু!

অলীক। তবে আর কেন— যাও!

প্রস। হ্যাঁ দেখো বাবু, দিদিঠাকরুন তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন।

(পত্রপ্রদান)

অলীক। (পত্র [illegible] পড়িতে)—এর মধ্যেই স্বামী— গাছে না উঠতেই এক কাঁদি— [illegible] ভালো— মেয়েটাও দেখতে মন্দ নয়— আর সত সিন্ধুর টাকাও ঢের। মেয়েটার তো পছন্দ হয়েছে, এখন বাবা— বেটার চোখে ধুলো দিতে পারলেই হয়। মেয়েটার পেটে কিছু বিদ্যে আছে দেখছি —যেরকম লিখেছে, আমার চোদ্দপুরুষেও অমন লিখতে পারে না। মেয়েটা দেখছি আমার প্রেমে একেবারে মজে গেছে। তা আমাকে দেখতে তো নেহাৎ মন্দ নয়— মজবেই বা না কেন? লিখছে "দেখিলাম— দেখিয়া মজিলাম— মজিয়া জ্বলিলাম— জ্বলিয়া মরিলাম না কেন"— বালাই, মরবে কেন? লিখে জবাব দেওয়া তো আমার কর্ম নয়, মুখে জবাব দেওয়া যাক্— আমার পেটে যত রসিকতা আছে এইবার সব টেনেটুনে বের কত্তে হবে। আমার চেয়ে মেয়েটার বিদ্যে থাকতে পারে কিন্তু রসিকতায় আমার সঙ্গে আর পারতে হয় না— পেট থেকে পড়েই বিদ্যেসুন্দর পড়তে আরম্ভ করেছি।

(প্রকাশ্যে প্রসন্নের প্রতি) দেখো প্রসন্ন, তোমার দিদিঠাকরুনকে বোলো— যে অবধি আমি তাঁর সেই পদ্মপলাশলোচনবৎ চক্ষুযুগল, তাঁর সেই শুকচঞ্চুবৎ ঠোঁটযুগল, তাঁর সেই অজাতলম্বা হাতযুগল এবং তাঁর সেই গজেন্দ্রগমনবৎ শ্রীচরণকমলেষু দর্শন করেছি সেই অবধি আমিও মজেছি। মজেওছি বটে, মরেওছি বটে। দেখো প্রসন্ন, তোমার দিব্যি, সেই অবধি আমার আর আহার-নিদ্রে নেই। সদা-সর্বদা অষ্টপ্রহরই তোমার দিদিঠাকরুনের ধ্যানেতেই মগ্ন আছি। আবার তাতে এখন বসন্তকাল! বসন্তকালের যে কি বিরহ-যন্ত্রণা তা তো তুমি জানো প্রসন্ন। যখন কোকিল কুহু-কুহু করে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তখন গুম্ গুম্ শব্দে আমার প্রাণে যেন কে কিল মারতে থাকে— যখন চাঁদের জোচ্ছনা ফোটে, তখন এমনি গরম হয়ে ওঠে যে শরীরটা একেবারে শিক-কাবাব হয়ে যায়— গা-ময় মস্ত মস্ত সব ফোস্কা পড়ে— দেখো প্রসন্ন, এখনো তার দাগ মিলোয় নি (বসন্তের দাগ প্রদর্শন) আর যখন আমি বিছানায় শুই তখন যে শুয্যি-কণ্টকটা উপস্থিত হয় তা আর কি বলব— একবার এ পাশ, একবার ও পাশ— ক্রমাগত ছট্‌ফট্ কত্তে হয়। কে বলে বিছানা বিছা না। অন্যের পক্ষে যাই হোক আমার পক্ষে, প্রসন্ন, সে বিছাই বটে। কট্‌কট্ করে ভয়ানক কামড়াতে থাকে। এই-সব যন্ত্রণার কথা তোমার দিদিঠাকরুনের কাছে সব নিবেদন কোরো প্রসন্ন। আর যদি কোনো রকমে তাঁর দর্শন পাওয়া যায় তবে তো আর কথাই নেই। তোমার দিদিঠাকরুনকে বোলো আমি তাঁর জন্যে তৃষিত চাতকিনীর ন্যায় উপেক্ষা কচ্ছি।

প্রস। তা বলব। [প্রসন্নের প্রস্থান]

অলীক। (স্বগত) সত্যসিন্ধুবাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে যে আপত্তির কথা বলছিলেন প্রসন্নের কথার ভাবে এতক্ষণে তা বুঝতে পাল্লেম। এইবার খুব সাবধান হয়ে কথা কইতে হবে। কিন্তু— আমার কেমন একটা বদ্ অভ্যাস হয়ে গেছে যে মিথ্যা কথাগুলো যেন হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

[অলীকের প্রস্থান এবং প্রসন্ন ও হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ]

হেমা। কি লো, সেই চিঠিটা কি তাঁকে দিয়েছিস?

প্রস। দিয়েছি বই-কি দিদিঠাকরুন।

হেমা। তিনি কি তার কোনো উত্তর দিয়েছেন ?

প্রস। দিদিঠাকরুন, বরটি বেশ—নাহলে কি তোমার মনে ধরে—কেমন বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা— ভালোমানুষের ছেলেটি বড়ো সুবোধ শান্ত—আমাকে একবারও তুই-তাকারি কল্লে না গা— আমাকে বাছা বলে, পেসন্ন বলে কত কথাই কইলে, একবারও আমাকে পিস্নি বলে ডাকে নি দিদিঠাকরুন !

হেমা। তিনি কি বললেন, তাই বল্-না।

প্রস। আমি কি সে-সব বুঝতে পেরেছি দিদিঠাকরুন, তিনি কত খ্যাকাপড়ার কথা কইলেন— কোকিলের কথা কইলেন— চন্দর-সুর্য্যির কথা কইলেন— আর কত কি কথা কইলেন। কিন্তু একবারও আমাকে পিস্নি বলে ডাকেন নি।

হেমা। আ মর্— পিস্নি বলেন নি এই আহ্লাদে উনি গেলেন আর-কি— আমার কথা কি বললেন তা বলবে না— আপনার কথাই পাঁচ কাহন।

প্রস। দিদিঠাকরুন, তোমার কথাই তো কইলেন। আহা ভালো মানুষের ছেলে কত দুক্কু কত্তে নাগল গা— বল্লে গরমে তার গায়ে ফোস্কা পড়েছে—আবার বিছানার মধ্যে একটা বিছে ছিল, তেনাকে কট্ কট্ করে কামড়ে দিয়েছে— তার জন্যে তেনার রাত্তেরে ঘুম হয় নি— এইসব দুক্ষের কথা তোমার কাছে দিদিঠাকরুন জানতে বললেন। আরো বললেন তোমাকে তেনার বড়ো দেখতে ইচ্ছে করে।

হেমা। (আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া) কি বল্লি পিস্নি, আমাকে তাঁর দেখতে ইচ্ছা করে ? আমার জন্যে তাঁর কষ্ট হয় ? হা ! (দীর্ঘনিশ্বাস)। আমি এখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করব। নদী যখন সাগর-উদ্দেশে যায় তখন কে তাকে রোধ করতে পারে ? দেখ্, পিস্নি, আজ তটিনী সাগর উদ্দেশে চলল—কল্ কল্ নিনাদে চলল—দেখব কে তার গতিরোধ করে ? পিস্নি, তুই তাঁকে খবর দে—আমি তাঁর সঙ্গে আজ দেখা করবই করব। আমাকে দেখবার জন্যে না জানি তিনি কত অধীর হয়েছেন।

প্রস। তা যাবে এখন দিদিঠাকরুন— আগে একটু তেল দিয়ে মুখখানি পোঁছো— দাঁতে একটু মিশি দেও— একটি সিঁদুরের টিপ পরো - একটি পান খেয়ে ঠোঁট টুকটুকে করো— পায়ে একটু আলতা দাও— একখানি রাঙা পেড়ে শাড়ি পরো— বেশ্ করে পেটে-পাড়িয়ে চুল বাঁধো— আহা দিদিঠাকরুন, বয়সকালে আমি কত করেছি— মিন্‌সে আমায় কত আদর কত্তো— সে-সব কথা এখন মনে কল্লে বুকটা ফেটে যায়।

হেমা। (ঈষৎ হাসিয়া) ও মা কি হবে, ঐ রূপ নিয়ে তুই আবার সাজগোজ কত্তিস? তা ও-সব যে সেকেলে ধরণ। আশ্চয্যি! ওরকম সাজ-গোজে আবার তখনকার পুরুষগুলো ভুলত! তোদের কালে পিস্‌নি, লোক-গুলো রূপে ভুলত— এখনকার কালে তারা ভাবে ভোলে। প্রেম যে কি পদার্থ তা তখনকার লোকে কি করে জানবে বল্ দিকি— তখন তো আর নভেলের সৃষ্টি হয় নি। এখন কিরকম সাজগোজ কত্তে হয় শুনবি পিস্‌নি? এই শোন্— চুলগুলো এলো করে রাখতে হয়— মুখে একটু দুঃখের ভাব আনতে হয়— কখনো বা আকাশপানে একদৃষ্টে তাকিয়ে, বুকে হাত দিয়ে বেড়াতে হয়— কখনো-বা চোখ মাটির দিকে করে গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে হয় মধ্যে মধ্যে খুব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে হয়— দেখ্, মাথা থেকে পা পর্যন্ত গয়না পরলে যত না হয় এক এক দীর্ঘনিশ্বাসে তার চেয়ে বেশি কাজ হয়— এইরকম ভাব দেখলে নভেল-পড়া পুরুষগুলো একেবারে ভুলে যায়। তাদের বেশি দেখা দেওয়া ভালো নয়— একবার দেখা দিয়েই সরে পড়তে হয়। তারপর তারা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে চোখের জল ফেলে বুক চাপড়ে মরুক-গে। এই দেখ্, যারা মাছ ধরে তারা যেমন মাছদের মুখে বর্শি লাগিয়েও শিঘ্‌ঘির তোলে না— অনেকক্ষণ খেলিয়ে খেলিয়ে আধমরা করে তবে তোলে সেইরকম পুরুষদেরও খেলিয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়। তার পর যখন তারা নিতান্ত নিরাশ হয়ে গলায় দড়ি দিতে যাবে কিম্বা বুকে ছুরি বসাতে যাবে কিম্বা এক আধ ঘা বসিয়েছে বা— তখন হঠাৎ পিছন থেকে গিয়ে "নাথ! কি কর" বলে বারণ কত্তে হবে।

প্রস। তোমার কথা দিদিঠাকরুন বুঝতে নারি।

হেমা। তুই যে নভেল পড়িস নি, তাই বুঝতে পাচ্ছিস নে। যা, এখন শিঘ্‌ঘির অলীকবাবুকে খবর দিয়ে আয়।

[প্রসন্ন ও হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান ও অলীকের প্রবেশ]

অলীক। (স্বগত) প্রসন্ন বললে যে তার দিদিঠাকরুন আমার সঙ্গে আজ দেখা করতে আসবে। আর একটু আগে যদি খবর পেতুম তা হলে আরো ভালো করে সাজগোজ কত্তে পাত্তুম। তা যা করেছি তাতেই কিন্তু মাৎ হবে— প্রায় বছর দশেক হল এক বন্ধুলোকের কাছে এই জরির পোশাক ও টুপি ধার করে এনেছিলেম— তা সে বোধ হয় এতদিন তামাদি হয়ে গেছে। দোষের মধ্যে পোশাকটা আমার গায়ে বড়ো ঢিলে হয়— আর-একটু পোকাতেও কেটেছে— তা হোক-গে— এখনো তো ঝকঝকে আছে। আর বেশি সাজগোজেই বা দরকার কি— যে চেহারা তাতেই মেরে রেখেছি বাবা! (পকেট হইতে একটা ছোটো আর্শি বাহির করিয়া নানা ভঙ্গি সহকারে মুখদর্শন) বাঃ! কি চেহারা— (আয়না পকেটে রাখিয়া) এখন যে সে এলে হয়— মল ঝম্‌ঝম্ করে, নাকে নথ দুলিয়ে, ঘোমটার ভিতর থেকে যখন নয়ানবাণ মারতে মারতে গজেন্দ্রগমনে আসবে— তখন দেখছি একেবারে খুন-খারাপি হবে।

[হেমাঙ্গিনী ও প্রসন্নের প্রবেশ]

হেমা। (আলুলায়িত কেশে মলিন বেশে ঊর্ধ্বনেত্র হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত বুকে হাত দিয়া ম্লান ভাবে অবস্থান)

অলীক। এসো এসো— প্রেয়সী এসো—

হেমা। (ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস)

অলীক। (আশ্চর্য হইয়া অবলোকন করত স্বগত) এ কি! ঘোমটা নেই— চুল এলো— আকাশপানে তাকিয়ে— ফোঁস্ ফোঁস্ করে সাপের মতন নিশ্বাস ফেলছে— ব্যাপারটা কি? (প্রকাশ্যে) প্রেয়সি! হৃদয়বল্লভ! বিধুমুখি— গজেন্দ্রগমনি! এ দাস কি অপরাধ করেছে? তোমা বই তো আমি আর কাউকে

জানি নে— তুমি আমার নয়ানবাণের মণি— তুমি আমার "বিনোদিয়া বিনোদিনী"— তুমি আমার "বেণী"—তুমি আমার "সাপিনী"— তুমি আমার "তাপিনী"— তুমি আমার—

হেমা। (ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস—স্বগত) এতেই বোধ হয় কার্য শেষ হবে। বেশ দেখতে পাচ্ছি আমার এই হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিশ্বাসগুলি ওঁর মর্মের অন্তস্তল পর্যন্ত ভেদ কচ্ছে।

অলীক। (স্বগত) ঘোমটা নেই— মেয়েটা বেহদ্দ বেহায়া দেখছি— কিন্তু কথা কয় না কেন? বোবা নাকি? কি আপদ! সত্যসিন্ধুর টাকা-কটা হাতিয়েই ডাইভোস কত্তে হবে— যতদিন বিয়ে না হয় ততদিন মন যুগিয়ে চলা যাক— মান করেছে নাকি? দেখাই যাক না।

কেন মলিন মলিন হেরি বিধুবদনী।
কথা ক-না লো, প্রাণে বাঁচা লো,
নইলে গলায় বাঁধিয়া দড়ি মরিব এখনি।
কেন এত মান, কে করেছে অপমান,
বুঝি ভগবান প্রেমে লিখেছে শনি।
প্রেমের তুফান, বাঁচে নাকো প্রাণ,
এখন ভরসা কেবল ঐ চরণ-তরণী।

(পদতলে জানু পাতিয়া উপবেশন)

হেমা। আজ আমি তোমাকে জগৎ সমীপে বলিব— কে নিবারণ করিবে— স্বামিন্— প্রভো প্রাণেশ্বর—

প্রস। পালাও পালাও— কর্ত্তাবাবু আসছেন।

হেমা। (স্বগত) বাবা আসছেন নাকি? তাঁর যেমন খেয়েদেয়ে কর্ম নেই! আমাদের এই মধুর প্রথম প্রেমালাপে কিনা তিনি ভঙ্গ দিতে এলেন—

অলীক। (চতুর্দিক নিরীক্ষণপূর্বক) কৈ! কেউ কোথাও তো নেই— প্রেয়সী— তুমি বলে যাও— কিছু ভয় নেই— হায় হায়। (স্বগত) মেয়েটা

দেখছি আমার প্রেমে একেবারে মজে গেছে— "স্বামী— প্রভু— প্রাণেশ্বর"— আরো না জানি কত কি বলবে।

হেমা। কণ্ঠরত্ন! হৃদয়েশ্বর—

প্রস। এইবার সত্যি কত্তাবাবু আসছেন।

হেমা। মোলো যা— কথাগুলো শেষ কত্তেও দিলে না। (পলায়নোদ্যত)

অলীক। প্রেয়সি, ওর কথা সব মিথ্যে, কেউ কোথাও নেই— আমার মাথা খাও পালিও না— (হঠাৎ পা ধরিয়া) তোমার পায়ে পড়ি যেও না।

(হেমাঙ্গিনীর পতন ও পুনর্বার উঠিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন)

অলীক। (পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত) প্রেয়সি, যেও না— যেও না— তা হলে আমি বিরহযন্ত্রণায় একেবারে মারা যাব।

[হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান]

[সত্যসিন্ধুর প্রবেশ]

সত্য। (একটা কাগজ-হস্তে) আমার কাছে দেখছি এখন বেশি টাকা নেই। ভালো কথা, বাপু অলীকপ্রকাশ, তুমি আমার একটা উপকার করতে পার?

অলীক। কি বলুন-না মশায়— আপনার উপকার আমি করব না?

সত্য। এমন কিছু না— হাজার টাকা আমার প্রয়োজন হয়েছে— এখন আমার হাতে অত টাকা নেই— যদি তুমি বাপু—

অলীক। (মুশকিলে পড়িয়া চিন্তা) অ্যাঁ— অ্যাঁ (স্বগত) হাজার পয়সা নেই তো হাজার টাকা (প্রকাশ্যে) এখন তো আমার কাছে মশায় অত টাকা নগদ নেই।

সত্য। বাঃ! সেকি বাপু? সে টাকাগুলো কোথায় গেল?

অলীক। কোন্ টাকা?

সত্য। কেন, বাড়ি বিক্রি করে যে টাকাটা পেয়েছ।

অলীক। (আশ্চর্য হয়ে) আমার বাড়ি? (পরে সামলে নিয়ে) ও! হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি— তবে আসল বৃত্তান্তটা শুনবেন! এইমাত্র আমি—

সত্য। কি! এত টাকা এর মধ্যে খরচ করে ফেলেছ?

অলীক। না— না— হাঁ— একরকম খরচই বটে। তবে সত্যি কথা বলব? আপনার কাছে লুকিয়ে আর কি হবে? (মৃদুস্বরে) আমার কিছু ধার ছিল, তাই ঐ টাকাটা দিয়ে শুধেছি। মশায়, সংসারে থাকতে গেলেই কিছু কিছু ধার কত্তে হয়। আবার হয়েছে কি মশায়, চুনিলাল নামে যে খোট্টার কাছে আমি বাড়ি বিক্রি করেছিলেম — তার কাছে—

সত্য। এই একটু আগে যে তুমি আমাকে বলেছিলে তার নাম লাটুভাই।

অলীক। কি? হ্যাঁ তাই তো। তাঁর নাম চুনিলাল লাটুভাই।

গদা। (অন্তরাল হইতে) শাবাশ! বেশ যুগিয়ে বললে বাবা! (প্রসন্নের প্রতি) দেখ্, পিস্‌নি, নীচে একটা ঘর-ভাড়া করে একজন বহুরূপী আছে— তার সঙ্গে আমারও বেশ আলাপ আছে— তুই এখানে থাক্, আমি চললেম— যদি মিথ্যে কথাটা ধরা পড়বার মতন হয় তা হলে চট্ করে আমাকে খবর দিস— আমি লাটুভাই সেজে আসব।

[প্রস্থান]

অলীক। আগে সে একজন মস্ত দালাল ছিল— এখন এখানে বড়োবাজারে একটা জুয়া খেলবার আড্ডা করেছে। তা মশায়, এই ভদ্রলোকটির কাছ থেকে আমি পূর্বে টাকা ধার করেছিলেম। তা মশায়, সে যখন আমার কাছ থেকে বাড়িটা কিনে নিলে— তখন ঐ বাড়ির দামের টাকাতে আমার ধারের টাকা শোধবোধ হয়ে গেল।

সত্য। ভালো বাপু, কত তার ধারতে?

অলীক। এক লাখ টাকা।

সত্য। তুমি যে বাপু দেড় লাখ টাকায় তোমার বাড়ি বিক্রি করেছিলে, তা হলে এখনোও তো তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা তার কাছ থেকে পাবে।

অলীক। হাঁ— আমিও— আমিও— আমিও তো তাই বলতে যাচ্ছিলেম, কিন্তু কিন্তু—

প্রস। এইবেলা আমার মিন্‌সেকে খবর দিগে। [প্রস্থান]

সত্য। বাপু, তোমার এই বাড়ির গল্পটি সর্বৈব মিথ্যা বোধ হচ্ছে। আমার বেশ প্রত্যয় হয়েছে যে লাটুভাই— না কি ভাই যে তোমার বাড়ি কিনেছে বলছ, সে লোকটি তোমার কল্পনা বই আর কিছুই নয়।

অলীক। সে কি মশায়! তা কি কখনো হতে পারে? আপনি বলেন কি? আমার কল্পনা? তা কি করে হবে? আপনি পৃণিধান করে বিবেচনা করে দেখুন-না— আমি কি মিথ্যে কথা বলবার লোক? আপনি কি শেষ এই ঠাওরালেন? আপনার মতন লোকের এ বিবেচনাটা কি ভালো হল?

প্রস। (অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া) লাটুভাই না কি একজন লোক দেখা করতে এসেছে।

[একজন বুড়ো চশমা-নাকে হিন্দুস্থানী দালালের বেশে গদাধরের প্রবেশ]

অলীক। (আশ্চর্য হইয়া) অ্যাঁ? এ কি?

সত্য। (অবাক হইয়া) অ্যাঁ? এ কি?

গদা। (অলীকের প্রতি হিন্দুস্থানী উচ্চারণে) মশা হামাকে মাপ করতে হোবে— হপনাকে হামি একটু দেক্ করতে আসিছি— হামার দস্তুর আছে কি যে "আগাড়ি কাম— পিছে সেলাম"— হমি মশার গোলাম হাজির আছে— একটু উঠতে আজ্ঞে হোয়— (সত্যসিন্ধুর প্রতি) অলীকবাবুর সাথ হমার কুছ বাতচিত আছে মশা।

সত্য। কোনো গোপনীয় কথা আছে নাকি? আমি তবে যাই।

গদা। না না, মশাই হপনি যাবে কেন? বইস্ না— বইস্ না।

অলীক। এ বেটা কে রে?

গদা। (কথা টেনে টেনে) ভালা অলীকচন্দ্রবাবু— উ-উ— হম জান্‌নে কো আয়া— য়া-য়া— তোম্ ও বাড়িকো বাৎ শেষ করে গা কি নেই?

অলীক। (আশ্চর্য হইয়া) আমার বাড়ি?

গদা। হাঁ বাবু, যো বাড়ি তোম হমার কাছে বিক্রি করিয়েছে ঐ বাড়ির কথা হামি বলছে— এখন ঐ বাড়ি হমাকে দখল দেলাতে হোবে— এখন বুঝিয়েছে কিনা

মশা ? জলদি কাম শেষ করিয়ে ফেলো মশা— হমার দস্তুর আছে কি যে— “আগাড়ি কাম— পিছে সেলাম”।

অলীক। সেইজন্য আপনি বুঝি— ইয়ে কত্তে— ইয়ে হয়েছে— (সত্যসিন্ধুর প্রতি) মশায়, এর কিছু মানে বুঝেছেন ? ব্যাপারটা কি ? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে— আশ্চয্যি !

সত্য। বিলক্ষণ ! আশ্চয্যটা কিসের ? তুমি তোমার বাড়ি এঁকে বিক্রি করেছ, তাতে আবার আশ্চয্য কি ?

অলীক। (স্মরণ হওয়াতে) না— এতে আর আশ্চর্য কি ? (স্বগত) আমি কি স্বপ্ন দেখছি নাকি ? আমি তো কিছুই এর ভাব বুঝতে পাচ্ছি নে। যা হোক্, দেখা যাক কত দূর যায়। (প্রকাশ্যে) আমি বলছিলেম কি যে, এত অল্প দামে—

গদা। বলো কি মশা, সওদা ঠিক হয়ে গেইছে— আর কি ফের্ ফার্ হোতে পারে ? টাকা হমার পাস নগদ আছে— যখনি চাবে তখনি আমি দিতে পারে—

অলীক। (স্বগত) এর মানে কি ? বোধ হচ্ছে সব দমবাজি ! রোসো, ওর ফাঁদেই ওকে ধরছি, (প্রাকাশ্যে) আচ্ছা জি, তুমি যে বলছ নগদ টাকা সঙ্গে এনেছ— আচ্ছা টাকাটা দিয়ে ফেলো দিকি।

গদা। অলবৎ মশাই, (পাকেট হাতড়াইয়া পরে নস্যের ডিবে বাহির করণ) হমি তোমার কাছে যে একলাখ টাকা পাব তার কি করিয়েছে মশা ?

অলীক। তুমি আমার কাছ থেকে একলাখ টাকা পাবে, আমি তোমার কাছ থেকে তেমনি দেড়লাখ টাকা পাব। আচ্ছা, একলাখ টাকা কেটে নিয়ে বাকি টাকাটা আমাকে দেও।

গদা। তোমার উকিলের পাস হমি পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা করিয়ে দিয়েছে, দেখো গে যাও মশা।

অলীক। (আশ্চর্য হইয়া) আমার উকিলের কছে জমা করে দিয়েছে ! (স্বগত) পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলে যে বত্তিয়ে যাই, (প্রকাশ্যে) এখন যদি ঐ

টাকাটা নগদ দিতে পার জি তা হলে আমারও উপকারে আসে আর এই বাবুমশায়েরও উপকারে আসে, (স্বগত) নগদ টাকাটা পেলে বড়ো মজাই হয়।

গদা। ওতো ঠিক বাত্ আছে মশা। তোমার মতন লোকের টাকার বহুৎ দরকার আছে হমি তা জানে; বিশেষ তোমার আবি টাকা ডেপাজিট্ দিতে হোবে নাকি।

অলীক। আমার টাকা ডেপজিট্!

গদা। হাঁ মশাই, বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দাওয়ানি কাম নিতে হলে টাকা ডেপাজিট্ দিতে হোবে।

সত্য। কর্মের কথাটাও তবে সত্যি নাকি?

গদা। সে তো সব কোই জানে মশাই যে, হানারেবল জগদীশচন্দ্র মুখ্‌ষিয়া উন্‌কো মুরব্বি আছে। কামের ভাবনা কি? তাঁর সঙ্গে সকালে এই মাত্র হমার দেখা হইছে।

অলীক। স্বগত) না, এ আমাকে হারিয়েছে—আমি জানতেম আমার আর জুড়ি নেই— কিন্তু এ যে দেখছি আমার ঠাকুরদাদা— এর মতন বেহায়া আমি তো আর দুনিয়ায় দেখি নি; যা হোক ভাগ্যি এ লোকটা ছিল তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলেম। কিন্তু এ লোকটা কে? আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। (প্রকাশ্যে) ভালা ও জি!

গদা। এখন তবে মশাই হমি আসি— হমার বহুৎ কাম আছে— কাম থাকতে মশায় ঝুটমুট্ বাতচিত অচ্ছা লাগে না, হমি এই জানে মশাই কি "আগাড়ি কাম, পিছে সেলাম।"

[প্রস্থান]

অলীক। (স্বগত) এ বেটার মতন মিথ্যেবাদী তো আমি দুনিয়ায় দেখি নি।

সত্য। বাপু, আমাকে মাপ কত্তে হবে। আমি তোমার গল্প মিথ্যা মনে করেছিলেম— কিন্তু এখন আমার সে ভ্রম ঘুচল।

অলীক। আমার কথায় মশায় সন্দেহ করেন?

সত্য। ও বিষয় তুমি কিছু বাপু মনে-টনে কোরো না— আমাকে মাপ করো— জগদীশবাবু তোমাকে যে মস্ত কর্ম জুটিয়ে দিয়েছেন, তজ্জন্য আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছি। আর দেখো বাপু, আমার সঙ্গে একবার তাঁর আলাপটা করিয়ে দেও।

গদা। এইবার দেখছি ওঁর দফা নিকেশ হল।

অলীক। বসুন মশায় দেখি। আজ হল শনিবার, ও! তবে তিনি এখন তাঁর উল্টোডিঙ্গির বাগানে আছেন— সে স্থানটি বড়ো চমৎকার! ঠিক গঙ্গার উপর— কাছে একটা মস্ত কালো জামের গাছ আছে। মশায়, জাম ভালোবাসেন? জগদীশবাবু কিন্তু বড়ো জাম-ভক্ত— সে দিন দেখলেম দুশো জাম আপনি খেলেন।

সত্য। সেকি বাবু? পৌষ মাসে জাম?

অলীক। (মুশকিলে পড়িয়া) সে যে বারো-মেসে গাছ মশায়!

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) হাঃ, শাবাশ!

সত্য। ও! বটে!

অলীক। আমি সেখানে প্রায় হপ্তার মধ্যে দুই-তিনবার করে যাই। জগদীশবাবু খুব দাবা খেলতে পারেন। তাঁর মতন খেলোয়াড় আর কলকাতা শহরে দুটি নেই। সে দিন তাঁর সঙ্গে এক বাজি খেলা গেল—তা তাঁর আর বেশি খেলতে হল না— এক চালেই মাৎ।

সত্য। কিন্তু বাপু, আজ তো জগদীশবাবু বাগানে যান নি। কেননা ঐ যে তোমার বন্ধু— লাটুভাই না ফাটুভাই— কি ভালো তার নাম— যে তোমার কাছে এইমাত্র এসেছিল— সে যে বলছিল তাঁকে কলকাতায় আজ সকালে দেখেছে। এসো বাপু তবে তাঁর ওখানে এখনই যাওয়া যাক। আমার এক জায়গায় একটা নিমন্ত্রণ আছে— আবার সেইখানে এখনই যেতে হবে—এইবেলা চলো বাপু।

অলীক। আজ কেমন করে হয় মশায়? আজ বর্ধমানের রাজা প্রভৃতি আমারও কতকগুলি বন্ধুমানুষ এখানে খেতে আসবেন— আপনাকেও বলব মনে করছিলেম—

সত্য। বর্ধমানের রাজা? আমি আজ পারি নে বাপু— আর-এক জায়গায় আমার নিমন্ত্রণ আছে—

অলীক। এ-সমস্ত আয়োজনটা কি তবে বৃথা নষ্ট হবে? এত উদ্যুগ করা গিয়েছিল। পোলাও-কালিয়ে-কোপ্তা-ক্ষীর-দই-পায়েস সব নষ্ট হল দেখছি।

গদা। (অন্তরাল হইতে) এটাও তো দেখছি সব মিথ্যে— আমাদের বাবুর বাড়ি থেকে কালিয়ে-পোলাও তৈরি করিয়ে এনে গুছিয়ে রাখা ভালো— কি জানি যদি দরকার হয়। আর আমাদের বাবুর বাড়িও তো এ বাড়ির একেবারে লাগাও।

সত্য। এখন সবে চারটে বই তো নয়, সাতটার আগে তো তোমাদের আর খাওয়া হবে না। আমার ছটার সময় নিমন্ত্রণ খেতে যেতে হবে— এক মধ্যে তো অনেক সময় আছে— চলো এখনই জগদীশবাবুর ওখানে যাওয়া যাক— সেখানে আজ যেতেই হবে। কেন বাপু, চুপ করে রইলে যে?

অলীক। (স্বগত) মোলো যা! আমাকে যে ছিনে জেঁাকের মতন ধরেছে— এখন যে ছাড়ানো ভার! এককালে আমার বাপের সঙ্গে জগদীশবাবুর আলাপ ছিল তো শুনেছি— তাঁর সঙ্গে আমার তো চাক্ষুষ কখনো আলাপ হয় নি, এখন করি কি?

সত্য। বাপু, তোমার হল কি? তোমাকে এত ভাবিত দেখছি কেন? একটুখানির জন্য বাড়ি থেকে বেরোবে তাতেও তোমার আলস্য।

অলীক। আলিস্যি কি মশায়? আপনার কাছে দেখছি তবে প্রকৃত কথাটা না বললে চলল না! আজকের আমি বাড়ি থেকে নড়তে পারছি নে মশায়— আপনাকে তবে আসল কথাটা বলি— একজন বলে গেছে যে আজ আমার বাড়িতে এসে আমাকে মারবে, আমি যদি এখন চলে যাই মশায়, তা হলে সে মনে করবে আমি ভারি ভিতু তাই পালিয়ে গিছি। সেটি মশায় আমি প্রাণ থাকতে পারব না। আমি আর সব সহ্য কত্তে পারি কিন্তু লোকে যে আমাকে কাপুরুষ বলবে তা আমার কখনো সহ্য হবে না।

সত্য। মারামারি!

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) ইনি দেখছি একজন বীরপুরুষ। ইনিই তবে আমার কুমার জগৎসিংহ।

সত্য। তোমার এমন বিপদ উপস্থিত— তোমাকে বাপু আমি এখন একলা ফেলে যেতে পারি নে।

অলীক। আপনি বুড়ো মানুষ, আপনি থাকলে কি সাহায্য হবে? আপনার এখানে থেকে কাজ নেই, দৈবাৎ লেগে টেগে যাবে।

সত্য। ঝগড়াটা কিজন্য হয়েছিল, আমার জানতে হবে বাপু। ঝগড়ার কথাটা জানতে না পেলে কথনোই তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দেব না।

অলীক। (স্বগত) এ যে বড়ো ভয়ানক লোক দেখছি। (প্রকাশ্যে) আপনার এখুনি যে কোথায় নিমন্ত্রণে যাবার কথা ছিল— তার তো সময় হয়েছে—

সত্য। কি বল বাপু, তোমার জীবন নিয়ে টানাটানি, আমি কিনা স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ খেতে যাব? আচ্ছা, সত্যি করে বলো দিকি বাপু অলীক-প্রকাশ, আসল ব্যাপারটা কি হয়েছিল?

অলীক। এমন কিছু না— যা সচরাচর হয়ে থাকে— একটা দাঙ্গা—

সত্য। দাঙ্গা— কেমন করে ঝগড়াটা হল বাপু?

অলীক। আমি মশায় তার গায়ে হাত দিই নি।

সত্য। প্রথমে তবে গালাগালি হয়েছিল?

অলীক। আমি তাকে একটি কথাও বলি নি।

সত্য। তবে ঝগড়াটা কি করে হল?

অলীক। শুনুন-না মশায়— যেরকম যেরকম হয়েছিল আমি সব বলছি। একদিন আমার একটি বন্ধুমানুষ আমাকে ও আর কতকগুলি লোককে তাঁর বাড়িতে খেতে নেমন্তন্ন করেছিলেন। সে দিনটা বড়ো গরম হয়েছিল! তাই আমাদের সকলের মত হল যে আমরা ছাতের উপরে গিয়ে খাব। সে

ছাতটার চারি দিক খোলা— পাঁচিল-টাচিল নেই— বুঝলেন মশায়— তার পরে মশায়— তার পর মশায়— তা— ছাতের উপরেই তো পাতটাত্ সাজানো হল। তা, আমার সেই ফ্রেণ্ডের স্ত্রী পরিবেশন কচ্ছিলেন— তিনি আমাদের সাক্ষাতে বেরোতে লজ্জা করেন না— কেননা, তাঁর স্বামীর সঙ্গে আমার নাকি হরিহর-আত্মা, বুঝলেন মশায়— তাই তাঁর চুলের আমি প্রশংসা কচ্ছিলেম। তা তিনি সেই প্রশংসাতে মত্ত হয়ে গরম ঘি আমার পাতে না দিয়ে আমার গায়ের উপর ঢেলে দিয়েছেন— ঐ যেমন ঢেলে দেওয়া— আমিও— মাগো করে চিৎকার করে উঠে পাশে এক ঠেলা মেরেছি— আমার ঠিক পাশে ছাতের কিনারায় একজন খেতে বসেছিলেন— তিনি সেই ঠেলা খেয়ে একেবারে ছাতের উপর থেকে নীচে—

সত্য। (আশ্চর্য ও ভীত হইয়া) লোকটা মারা গেল নাকি ?

অলীক। না মশায়, বেঁচে গিয়েছে।

সত্য। রাম ! বাঁচলেম। তা ছাদের উপর থেকে পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙল না ?

অলীক। সে দিন সে বড়ো বাঁচান বেঁচে গিয়েছিল মশায়। ভগবান তাঁকে রক্ষা করেছেন। ভাগিস সেই সময় নীচে রাস্তা দিয়ে একজন চীনেম্যান যাচ্ছিল— পড়্‌বি তো পড়্ ঠিক তার কাঁদের উপর গিয়ে পোলো। সে তো কাঁদের উপর চড়ে বেঁচে গেল— কিন্তু আমি শেষকালে মশায় বিপদে পড়লেম।

সত্য। একি ব্যাপার ? তুমি কি করে বিপদে পড়লে ?

অলীক। চীনেম্যানটা আমাকে বলতে লাগল্ কি যে তুই আমাকে অপমান করবার জন্য ঐ লোকটাকে আমার ঘাড়ের উপর ফেলে দিইছিস। আমি আপস করবার জন্য ঢের চেষ্টা কল্লেম। কিন্তু কিছুতেই সে শুনলে না। আমি তাকে বললেম আচ্ছা তুই বরং এর পৃতিশোধ নে— আমি তাতে রাজি আছি। আমি নীচে রাস্তায় দাঁড়াচ্ছি, তুই নয় ঐ ছাতের উপর থেকে লাফিয়ে আমার ঘাড়ের উপর পড়্— আচ্ছা, সে ব্যক্তি একতলা থেকে পড়েছে— তুই নয়

দোতালার থেকে—নয় তেতালার থেকেই পড়্— আর কি চাস্ ? তা কিছুতেই সে বেটা তাতে রাজি হল না। তারপরে সে আমার বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞাসা কল্লে— আমি ঠিকানাটা বললেম। সে বেটা মশায় আমাকে বললে কি— যে, তুই আমাকে রাস্তায় অপমান করিছিস— আমি তোকে তোর বাড়িতে গিয়ে অপমান করব। একবার আস্পদ্দার কথাটা শুনেছেন মশায় ? আমার বাড়িতে এসে আমাকে অপমান করবে ? বেটার সাহস দেখুন-না— বাড়িতে এলেই এমনি ঠুকে দেব যে বাছাধন টের পাবেন। এখনই তার আসবার কথা আছে মশায়।

প্রস। (অন্তরাল হইতে স্বগত) এ কথাটা তো সত্যি বলে বোধ হচ্ছে না। রোস্ আমার মিন্‌সেকে বলি-গে যাই।

সত্য। (মাথা নাড়িতে নাড়িতে স্বগত) উঁহু— উঁহু— এ গল্পটা বড়ো আজগুবি রকম বোধ হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) না বাপু, তোমাকে ছেড়ে যাওয়া আমার উচিত হচ্ছে না— যাতে আপস হয় তার চেষ্টা কত্তে হবে।

অলীক। (স্বগত) আরে মোলো। আমি মনে করেছিলেম বুড়ো-মানুষ দাঙ্গার কথা শুনলেই বুঝি পালাবে— এ দেখছি ভয়ানক লোক। এর হাত থেকে এখন কি করে এড়ানো যায় ? (প্রকাশ্য) আপনার থাকবার আর দরকার নেই। সে বেটার সাহস এতক্ষণে বোধ হয় কোন্ দিকে উড়ে গেছে।

সত্য। (স্বগত) তবে এই গল্পটা বোধ হচ্ছে সর্বৈব মিথ্যা।

[চীনেম্যানের বেশে সজ্জিত গদাধরকে লইয়া প্রসন্নের প্রবেশ]

প্রস। একজন চীনের সাহেব।

সত্য। (স্বগত) কি ! এ-সব তবে সত্যি নাকি ?

অলীক। (স্বগত) একি ! আমি যেটি মনে মনে মতলব কচ্ছি সেইটি দেখছি সত্যি হয়ে দাঁড়াচ্ছে ! না জানি আমার কি একটা আশ্চয্যি ক্ষ্যামতা জন্মেছে। কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে—

গদা। (রাগের লক্ষণ মুখে প্রকাশ করিয়া অলীকের প্রতি) চুঁ চুঁ মাচু কাচু মিচি— শালা হুমি টোর গর্ডান লেবে (ছুরি হস্তে অলীকের নিকট গমন, অলীক ভয়ে পলাইতে উদ্যত ও চিৎকার) চৌকিদার··· চৌকিদার—

সত্য। (উহাদের মধ্যে যাইয়া) হাঁ-হাঁ কর কি সাহেব— ওকে মেরো না— আমার কথা শোনো— ওকে মাপ করো— ছেলেমানুষ একটা কাজ করে ফেলেছে, দোহাই সাহেব মাপ করো।

গদা। টুম বোল্‌টা কি বাবু—ওট্টা উচুশে হমার মাঠার উপর পরি গেছে— ডেখ টো হম্‌রা টোপি কেয়া হুয়া (ভাঙা টুপি প্রদান) এ টোপি ডেখ্‌নে সে হমার রাগ হোটা— ওবাৎ হমি ছুনবে না টোমর গোলা কাটবে।

অলীক। (স্বগত) একি আশ্চর্য ! আমি যেটি মনে কচ্ছি সেইটিই কাজে ঘটছে— আমি কোথায় একটা চীনেম্যানের গল্প বানিয়ে বললেম—না, একটা কিনা সত্যিকার টিকিওয়ালা বেড়াল-চোকো ইঁদুর-খেগো জলজ্যান্ত চীনেম্যান উপস্থিত— কিন্তু আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে— আমার ছিষ্টি করবার একটা ক্ষ্যামতা জন্মাল নাকি ? কিন্তু এবারকার ছিষ্টিটা যে বড়ো বেয়াড়া ছিষ্টি— এ বেটা সত্যি সত্যি যদি ছুরি বসিয়ে দেয়— না— বোধ হয় এক বেটা কে এসে আমাকে দম দিচ্ছে। আমার জানতে হবে— রোস্‌ পরখ্‌ করে দেখা যাক্‌। (কোমর বেঁধে দ্বারের নিকটে গিয়া দূর হইতে প্রকাশ্যে) আয় দিকি শালা দেখি। তুই আমাকে মার্‌ দিকি তোর কেমন যুগ্যতা। বেটা চালাকি করতা হ্যায়— জানতা নেই আমি কে হ্যায়— আমি অলীক-প্রকাশ রায়বাহাদুর হ্যায়— এতবড়ো আস্পদ্দা হ্যায় যে হাম্‌কো অপমান করতা হ্যায়— রাগে সর্বাঙ্গ আমার জ্বলতা হ্যায়— কি বলব তুই হাতের কাছে নেই, নাহলে বেটা তোর টিকি ধরে আচ্ছা করে দেখিয়ে দেতা হ্যায়— (স্বগত) ও বাবা, বেটা যে ছুরি বাগিয়ে এগোয়— তেমন তেমন হলে এই দিক দিয়ে পিট্টান দেওয়া যাবে। (ভয়ে কম্পমান)

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) কি সাহস ! হাতে অস্ত্র নেই— তবু যুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছেন— ওঃ কি তেজ ! ক্রোধে ওঁর সর্বাঙ্গ কম্পমান হচ্ছে।

সত্য। (দুইজনের মধ্যে যাইয়া) অলীকপ্রকাশ লেখাপড়া শিখে তোমার এই ব্যবহার ? ওরকম ঝগড়াটে স্বভাব হলে তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের কখনোই বিয়ে দেব না। (গদাধরের প্রতি) সাহেব, ও ছেলেমানুষ বোঝে না। মাপ

করো, দোহাই সাহেব, আচ্ছা তোমরা তুজনে থামো, আমি মিটিয়ে দিচ্ছি। বলো দিকি, কে কারে আগে অপমান করেছিল।

অলীক। ও আগে আমাকে অপমান করেছিল।

সত্য। তোমাকে অপমান করেছে? ওর টুপি যেরকম ভেঙে গেছে দেখছি তাতে তুমি যে ওকে মেরে ফেলবার যো করেছিলে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নাই।

অলীক। ওর কথা সত্যি না মশায়।

গদা। আলবৎ সচ্ হ্যায়।

সত্য। হাঁ এ কথা সত্যি বাপু, তুমি যে মেরেছ তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই— দেখো দিকি ওর টুপিটা কি করে দিয়েছ। তোমার দোষ স্বীকার করো-না বাপু, নাহলে কখনো তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব না।

অলীক। সাক্ষীর মধ্যে তো ওর ঐ টুপিটা। আপনি যখন বলছেন তখন আর কি বলি। ভালো, আমার কথাই মিথ্যা; ওর কথাই সত্যি।

সত্য। দেখো সাহেব, ও আপনার দোষ কবুল কচ্ছে— আর ঝগড়াতে কাজ কি। তুজনে আপস করে ফেলো।

গদা। (হাস্যকরত সত্যসিন্ধুর প্রতি) বুঢ্ঢা, টুম বড়া মজাকা আড্‌মি আছে— হা হা হা! আও বাবু— (তুইজনে শেক্‌হণ্ড)

অলীক! (স্বগত) বাঁচা গেল— ঘাম দিয়ে জ্বর পালাল। এ-সব কাণ্ড কি হচ্ছে, আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে।

সত্য। তবে আর কি— মিটমাট হয়ে গেল— সাহেবকে এখন কিছু খাইয়ে দেও।

হেমা। (অন্তরালে স্বগত) আঃ বাঁচলেম! যুদ্ধটা হল না ভালোই হল— যদি যুদ্ধে আহত হতেন তা হলে আমি আয়েষার মতন ওঁর শিয়রে বসে কত শুশ্রূষাই কত্তেম।

সত্য। বাপু, তোমার চাকরদের ডাকো— সাহেবকে কিছু খাইয়ে দিক।

অলীক। ওরে— ওরে হরে— মেধো— হারা— বেটারা গেল কোথায়!—

আমার সেই বন্ধুর বাড়ি সব বেটাই সগাদ নিয়ে গেছে দেখছি, দু-চার আনার লোভ আর সামলাতে পারে না। কিন্তু মশায়, ওঁর খাওয়া তো সহজ নয় ছুঁচো ইঁদুর সাপ ব্যাঙ না দিলে তো ওঁর আর তৃপ্তি হবে না।

গদা। বাঙ্গালা খানা আমি বহুট পসন্দ করি, আমি বাঙ্গালির সাথ দশ বরস কলকাতায় আছে— আমি বাঙ্গালির সব জানে।

অলীক। (স্বগত) এ বেটা খেতে রাজি হল— তবেই তো দেখছি মুশকিল! (সত্যসিন্ধুর প্রতি) কড়ায়ের ডাল আর ভাত কি সাহেবের ভালো লাগবে মশায়?

সত্য। তুমি যে বাপু পোলাও কালিয়ে হুকুম দিয়ে দিলে, তার কি হল?

অলীক। কালিয়ে পোলাও!

সত্য। তোমার বন্ধুরা তো কেউ এল না বাপু— সেই-সব খাবার সাহেবকে খাইয়ে দেও-না কেন।

অলীক। হাঁ হাঁ— বটে বটে— এখন চাকরগুলো এলে যে হয়।

প্রস। মশায়, খাবার সব ঠিক হয়েছে।

অলীক। (স্বগত) এ কি! কোথা থেকে এর মধ্যে সব তৈরি হল? এ-সব কাণ্ড ভেল্কিতে হচ্ছে নাকি— আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। আমি যতই মিথ্যে কথা কচ্ছি, ততই কিনা সব সত্যি হয়ে দাঁড়াচ্ছে! যা হোক, এখন আমার একটু ভরসা হচ্ছে। এর মধ্যে একটা কি আছে। একটা মিথ্যে কথাতেও তো এ পর্যন্ত ধরা পড়লেম না। এখন তবে অনর্গল মিথ্যে কথা কওয়া যাক। (প্রকাশ্যে গদাধরের প্রতি) এসো সাহেব, তোমাকে কিছু খাইয়ে দি— তোমাকে বড়ো কষ্ট দিয়েছি।

গদা। (স্বগত) বেশ হল— এখন বিলক্ষণ করে সেবা দেওয়া যাক-গে— সব ফাঁড়াগুলোই তো কেটেছে— এখন কেবল একটা আছে সত্যসিন্ধুবাবু আমাদের বাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন; দেখা করতে গেলেই তো মিথ্যে কথাটা ধরা পড়বে— তা— আমিই আগে থাকতে কেন জগদীশবাবু সেজে আসি নে— সেই ভালো।

হেমা। (অন্তরালে স্বগত) শত্রুকে আবার খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছেন, এরূপ উদারতা বীরপুরুষেরই উপযুক্ত বটে।

[অন্তরাল হইতে প্রস্থান]

[গদাধর, অলীক ও সত্যসিন্ধুর প্রস্থান]

প্রস। হি হি হি হি— মাইরি এত রঙ্গও জানে। মিন্সের নকল দেখে এমনি হাসি পাচ্ছিল যে আর দম রাখতে পারি নে— এখন হেসে বাঁচি— হি হি হি হি— কিচি মিচি করে চীনের সাহেবের মতো কত নকলই কল্লে— মরণ আর কি— হি হি হি হি— আমার মিন্সেটা খুব রসিক যা হোক— নাহলে কি আমার মনে ধরে। হি হি হি হি— ভ্যাল্লা যা হোক!

[প্রসন্নের প্রস্থান]

[জগদীশবাবুর প্রবেশ]

জগ। অলীকপ্রকাশ কি এখানে আছে?

প্রস। তিনি আমাদের কত্তাবাবুর কাছে আছেন।

জগ। তোমাদের কত্তার নাম কি বাছা?

প্রস। তেনার নামটা আমার বড়ো মনে থাকে না বাবু— রোসো, মনে করি, প্যাটরা— প্যাটরা— প্যাটরা— আ মর্—

জগ। (আশ্চর্য হইয়া) প্যাটরা! সে কি বাছা?

প্রস। না না— প্যাটরা না— সিন্দুক— সিন্দুক—

জগ। সে কি বাছা— সিন্দুক কি?

প্রস। এইবার মনে পড়েছে বাবু—আমাদের কত্তাবাবুর নাম সত্যিকের সিন্দুক— আ মর্— সত্যি সিন্দুক।

জগ। সত্যি সিন্দুক! সত্যসিন্ধু বুঝি—

প্রস। তাই হবে— আমি বাপু অত জানি নে। বাবু, তোমার নাম কি গা?

জগ। তা বাছা তোমার জেনে কাজ নেই।

প্রস। তোমার কি দরকার বলো-না, আমি—

জগ। সে তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে আমি বলব।

প্রস। এই-যে কত্তাবাবু আসছেন।

[সত্যসিন্ধুর প্রবেশ]

সত্য। (দ্বারের নিকট) এ লোকটি কে প্রসন্ন ?

প্রস। বোধ হয় অলীকবাবুর সঙ্গে ওঁর কিছু কাজ আছে।

[প্রসন্নের প্রস্থান]

জগ। মহাশয়ের নাম বোধ করি সত্যসিন্ধুবাবু ? বড়ো সৌভাগ্য যে মহাশয়ের সঙ্গে এখানে আলাপ হল। আপনার নাম পূর্বে কর্ণে শোনা ছিল। এখন সাক্ষাৎ হয়ে চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন হল। মহাশয়, অখিলপ্রকাশের পুত্র অলীকপ্রকাশ কি এই বাড়িতে থাকে।

সত্য। তাঁদের সঙ্গে কি মহাশয়ের আলাপ আছে ?

জগ। পূর্বে অখিলের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হত। এখন তার সঙ্গে আমার প্রায় ২০-২৫ বৎসর দেখা হয় নি। মধ্যে মধ্যে কখনো সে পত্র লেখে এইমাত্র।

সত্য। মহাশয়ের নাম ?

জগ। আমার নাম জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সত্য। কি ? মশায়ের নাম জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আপনি এত কষ্ট করে এই ক্ষুদ্র কুটিরে পদার্পণ করেছেন। আজ আমার পরম সৌভাগ্য। আপনার বন্ধু অখিলপ্রকাশের পুত্র অলীকপ্রকাশের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহের কথা হচ্ছে— তার উপর মহাশয়ের যেরূপ অনুগ্রহ তা আমি সব শুনেছি।

জগ। অনুগ্রহ ! আমি তো মশায়, অলীকপ্রকাশকে চক্ষেও দেখি নি। তবে তার বাপের একটা কর্ম করে দিয়েছি বটে— অখিল এখন মুর্শিদাবাদে সেরেস্তাদারি কাজ করে।

সত্য। সেরেস্তাদারি কাজ ! তিনি যে একজন মস্ত জমিদার। তার পুত্রের সঙ্গে মশায়ের কি তবে আলাপ নাই।

জগ। কাল আমি তার বাপের কাছ থেকে একখানি পত্র পেয়েছি। কিন্তু সেই পত্রের মর্ম আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। শুনলেম নাকি অখিলের পুত্র অলীকপ্রকাশ এই বাড়িতে থাকে, তাই সেই বিষয়টা জানতে এলেম। অলীকের সঙ্গে আমার কখনো চাক্ষুষ হয় নি। এই পত্রটা পড়ে দেখুন দিকি। এর মর্ম তো আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। (সত্যসিন্ধুকে পত্রপ্রদান)

সত্য। সে কি মশায়! (পত্রপাঠ)

পত্র

দীন-প্রতিপালকবরেষু

অসংখ্যপ্রণামা বহবো নিবেদনঞ্চ বিশেষ

হুজুরালীর শ্রীচরণ-সরোজের কৃপায় এই দীন হীন অভাজন সেরেস্তাদারি কর্ম প্রাপ্তে কোনো প্রকারে সপরিবারে বজায় আছে। আমার পুত্রটি বেকার অবস্থায় থাকা বিধায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহাকে বার বার লিখি— অদ্য পুত্রের পত্রে অবগত হইলাম যে সে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল এবং তাহাকে দেখিবামাত্রই তাহার পরে নাকি মহাশয়ের আত্যন্তিক স্নেহ পড়িয়াছে— এমন-কি যাহা অস্মদাদির ন্যায় অন্তজ মনিষ্যের স্বপ্নেরও অগোচর, মহাশয় নাকি বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানি পদটি তাকে দিবেন বলিয়া স্বীকার পাইয়াছেন— এই সমাচারে অধীন যে কি পর্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছে তাহা ভগবানই জানেন। অলীকপ্রকাশ যেরূপ সুবোধ সুশীল সত্যবাদী তাহাতে দেখিবামাত্রই যে তাহাকে মহাশয়ের পছন্দ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি। কেননা শাস্ত্রে বলে জহুরী না হইলে কি কখনো জহর চিনিতে পারে। আর যদ্যপিসাৎ তাহার কোনো গুণই না থাকে তথাপি মহাশয় নিজগুণে সকলই করিতে পারেন। মহাশয়ের অসাধ্য কি আছে— একবার এই দীনজনের উপর কৃপাকটাক্ষপাত হইলে সকলই সম্ভব। এ অধীনদিগের আর দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? মহাশয়ই আমাদের সকল ভরসা—মহাশয় আমাদের

অজ্ঞ— মহাশয়ই আমাদের মেজেস্টর— মহাশয়ই আমাদের কুইন ভেক্টরিয়া, আর অধিক কি লিখিব ইতি—

পদরজ-প্রেত্যাশিত
শ্রীঅখিলপ্রকাশ দাসস্য

মশায়, তবে অলীকপ্রকাশকে বাঙ্গলা-ব্যাঙ্কের দেওয়ানি পদ দেবেন বলে স্বীকার পেয়েছেন।

জগ। মশায় বলেন কি! আমার সঙ্গে তার মোটেই দেখাশুনো নেই, আমি তাকে কর্ম কি করে দেব?

সত্য। সে কি মশায়! অলীকপ্রকাশ কি মহাশয়ের বাটীতে সর্বদা যাতায়াত করে না?

জগ। কই! না মশায়।

সত্য। মশায়ের বসতবাটীর কথা বলছি নে— বাগানবাটীর কথা বলছি।

জগ। আমার বাগানবাড়ি এখানে কোথা মশায়, আমার বাগানবাড়ি বালিগঞ্জে।

সত্য। উল্টোডিঙ্গিতে আপনার কি একটা বাগানবাড়ি নেই?

জগ। কই, আমি তো মশায় জানি নে।

সত্য। আপনার সেই বাগানে নাকি একটা প্রকাণ্ড বারোমেসে জামগাছ আছে— আর আপনি নাকি জাম খেতে বড়ো ভালোবাসেন। সেখানে নাকি অলীকপ্রকাশের সঙ্গে রাতদিন দাবা খেলেন।

জগ। (হাস্য করিতে করিতে) সে কি মশায়, অলীকপ্রকাশকে এখনো পর্যন্ত চক্ষে দেখি নি— যে জায়গার কথা বলছেন আমি তো তার কিছুই জানি নে মশায়— আর দাবা খেলা আমার জীবনে তো আমি কখনো খেলি নি। (স্বগত) অলীকপ্রকাশের দেখছি সকলই অলীক।

সত্য। পাজি! লক্ষ্মীছাড়া! তবে দেখছি আগাগোড়া মিথ্যেকথা বলেছে। এমন মিথ্যেবাদী তো আমি দুনিয়ায় দেখি নি। আর যাই হোক, ওর সঙ্গে তো আমার মেয়ের বিবাহ দিচ্ছি নে।

জগ। মশায়, তার সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দেবেন বলে কি কথা দিয়েছেন?

সত্য। না মশায়, আমি তাকে কোনো কথা দিই নি। সে এ বিষয়ে কোনো আপত্তি করতে পারে না। কেননা, তাকে আমি পূর্ব হতেই বলে রেখেছিলেম যে তার সঙ্গে বিবাহ দেবার পক্ষে আমার একটি আপত্তি আছে; সে আপত্তি না খণ্ডন হলে আমি বিবাহ দেব না। এই যে লক্ষ্মীছাড়া এই দিকে আসছে।

জগ। আপনি ওকে এখন আমার কোনো পরিচয় দেবেন না। কি করে দেখা যাক।

[অলীকপ্রকাশের প্রবেশ]

অলীক। আপনি মশায় তো আহার করেই চলে এসেছেন। আর সেই চীনেম্যান বেটা যে কোথায় চলে গেল তা বলতে পারি নে। (জগদীশবাবুর প্রতি) আমাকে মার্জনা করবেন, আপনাকে পূর্বে দেখিছি কি না স্মরণ হচ্ছে না। বোধ করি, কৃষ্ণনগর থেকে আসা হচ্ছে।

জগ। ঠিক ঠাওরেছ।

অলীক। কৃষ্ণনগরের লোকদের দেখলেই কেমন চেনা যায়। যদি মশায়ের কলকাতায় বাস করবার ইচ্ছে থাকে তা হলে আমাকে বলবেন, আমি সব ঠিকঠাক করে দেব।

জগ। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) দিব্যি পাত্রটি তো পেয়েছেন মশায়।

সত্য। (মৃদুস্বরে) পাজি লক্ষ্মীছাড়া!

জগ। (অলীকের প্রতি) আমি এখানে কাজকর্মের চেষ্টায় এসেছি— জগদীশবাবুর সঙ্গে মহাশয়ের কি আলাপ আছে?

অলীক। তাঁর সঙ্গে আবার আমার আলাপ নেই? বেশ লোক। দেখতে বড়ো ভালো না যদিও— একটু কুঁজো রকম— নাকটা একটু থাঁদা— দাঁতগুলো একটু উঁচু-উঁচু— কিন্তু এ দিকে লোক খুব ভালো— দোষের মধ্যে দু-একটা মিথ্যে কথা বলে— তা আজকালের বাজারে মশায় ও দোষটি কার না

আছে ? কিন্তু দেখুন মশায়, আমার কেমন একটা অভ্যেস হয়ে গেছে যে ভুলেও একটি মিথ্যে কথা মুখ দিয়ে বেরোয় না।

জগ। (স্বগত) তা তো বিলক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

সত্য। (স্বগত) পাজি! লক্ষ্মীছাড়া! অম্লানবদনে বলছে দেখো-না।

জগ। আপনার সঙ্গে তাঁর যখন এত আলাপ— তখন তাঁকে বলে কয়ে আমার একটা কোনো কর্ম জুটিয়ে দিলে বড়ো বাধিত হই।

অলীক। অবশ্য অবশ্য। আমি নিজে তোমাকে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে দেখবে তিনি কি চমৎকার লোক। ভারি উত্তম লোক! বললে অহংকার করা হয় আমার সঙ্গে তাঁর কিছু বিশেষ আত্মীয়তা আছে।

জগ। (হাস্য সম্বরণ করিয়া) হুঁ।

অলীক। তাতে আবার লোকটা খুব ইয়ার। কাল তাঁর বাড়িতে একত্রে আহার কল্লেম।

সত্য। তাঁর সঙ্গে আহার কল্লে?

অলীক। হাঁ— আর কেউ ছিল না, কেবল আমি আর তিনি। দুজনে খাওয়া যাচ্ছে আর খোশগল্প চলছে।

সত্য। তবে তো জগদীশবাবু কালকের চেয়ে অনেক বদলে গেছেন।

অলীক। কি করে মশায়?

সত্য। কি করে? তুমি কাল এঁর সঙ্গে একত্র খেলে আর আজ চিনতে পাচ্ছ না।

অলীক। অ্যাঁ, ইনিই জগদীশবাবু! কলকাতার জগদীশবাবু! দুঃখের বিষয় এঁকে তো আমার স্মরণ হচ্ছে না।

সত্য। স্মরণ না থাকতে পারে— কিন্তু ইনিই যে জগদীশবাবু তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

অলীক। তা আমি অস্বীকার কচ্ছি নে— কিন্তু আমার বলবার অভিপ্রায় এই যে এঁর সঙ্গে আমি কাল আহার করি নি। তবে এঁর নাম জগদীশবাবু কি

করে হল তা মশায় আমি কি করে বলব। তবে যদি ওঁর পরিবারের মধ্যে আর কোনো জগদীশবাবু থাকেন।

জগ। আমার নামে আমার পরিবারের মধ্যে তো কই আর কাকেও দেখতে পাই নে। তবে আমার একটি ভাগনে আছে, তার নামও জগদীশ বটে।

অলীক। বটে? তার নামও জগদীশ? এই তবে এখন ঠিক হয়েছে। ওঃ— তাঁরই সঙ্গে আলাপ ছিল। তাঁরই সঙ্গে আমি কাল একত্রে আহার করেছি।

জগ। ও কথা আমি বিশ্বাস কত্তে পাত্তেম— কিন্তু ওর মধ্যে যে একটু গোল বাধছে। আমার যে ভাগনেটির নাম জগদীশ, সে এই তিন বৎসর ধরে দেশে নেই। সে পশ্চিমে পালিয়ে গেছে।

অলীক। (স্বগত) আরে নোলো! কি উৎপাত! (প্রকাশ্যে) আপনি তবে জানেন না। তিনি কাল কলকাতায় এসেছেন। লজ্জায় আপনার কাছে মুখ দেখাতে না পেরে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমি তাঁকে কাল দেখেছি মশায়।

জগ। না বাপু, সে আসে নি।

অলীক। অবশ্য এসেছেন। আমি বলছি এসেছেন। আচ্ছা বাজি রাখুন—

সত্য। আচ্ছা বাপু, তিনি এসেছেন তার প্রমাণ দেও, তা হলে তোমার আর সকল দোষ মার্জনা করব।

[প্রসন্নের প্রবেশ]

প্রস। জগদীশবাবু এসেছেন।

[জগদীশবাবু সাজিয়া গদাধরের প্রবেশ]

অলীক। (দণ্ডায়মান হইয়া) এই যে জগদীশবাবু— আসতে আজ্ঞা হোক।

জগ। (স্বগত) আ মোলো! এ যে আমার মোসাহেব গদাধর দেখছি! এ এখানে কি কত্তে এল? দেখাই যাক-না কি করে— আমাকে এখনো দেখতে পায় নি— রোসো, আমি আর একটু মুখ ফিরিয়ে বসি। (মুখ ফিরিয়া উপবেশন)

গদা। তবে অলীকবাবু, ভালো আছেন তো?

অলীক। যেমন রেখেছেন। এখন এসেছেন, বাঁচা গেল। অনেক সময় আপনি আমার উপকার করেছেন— তাজ্জন্যে মহাশয়ের কাছে আমি বড়োই বাধিত আছি। (স্বগত) এইবার এ না এলেই তো আমার দফা রফা হচ্ছিল। কিন্তু একি ব্যাপার, আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। (গদাধরের প্রতি প্রকাশ্যে) আসুন মশায় এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

গদা। (জগদীশবাবুকে দেখিয়া স্বগত) কি সর্বনাশ! বাবু যে— (লজ্জিত হইয়া পলাইবার উদ্যোগ, পরে মুখে কাপড় ঢাকিয়া মুখ ফিরাইয়া এক কোণে দণ্ডায়মান)

জগ। (স্বগত) ও যে আবার আমার পোশাক পরেছে। এখনো কিছু বলা হবে না— দেখাই যাক-না কি করে।

অলীক। (গদাধরকে লজ্জিত দেখিয়া সত্যসিন্ধুর প্রতি) এই দেখুন, মশায়, আমি সত্যি কি মিথ্যে বলেছিলেম। কাল উনি পশ্চিম থেকে কলকাতায় এসে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, আজ হঠাৎ মামার সঙ্গে দেখা হয়ে লজ্জা হয়েছে। (স্বগত) এ কে? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে— ভাগ্যি এ বেটা এসেছিল তাই এ যাত্রাও রক্ষা পেলেম।

জগ। (স্বগত) একটু মজা করা যাক— (প্রকাশ্যে গদাধরের প্রতি) লুকিয়ে লুকিয়ে কেন বেড়াচ্ছ বাপু?

অলীক। (গদাধরের প্রতি) "মামা গো ভাগনে তোমার" বলে এসে পড়ো বাবা— আর কেন।

সত্য। তবে তো অলীকের একটা কথাও মিথ্যে নয়।

অলীক। মশায়, আমার উপর শুধু-শুধু সন্দেহ করেন এই আমার দুঃখ। (স্বগত) আজ সমস্ত দিন যা মনে কচ্ছি তাই কি সত্যি হচ্ছে!

সত্য। বাপু আমাকে মাপ করবে— আর আমি তোমার কথায় সন্দেহ করব না— আমি যতবার সন্দেহ করেছি, ততবারই তোমার কথা সত্যি

বলে পরে প্রকাশ হয়েছে। প্রথমে তোমার সেই লাটুভায়ের কথা অবিশ্বাস করি— একটু পরেই লাটুভাই এসে উপস্থিত হল— তোমার সেই চীনে-সাহেবের গল্প অবিশ্বাস করেছিলাম, তার পর চীনে-সাহেব উপস্থিত হল— আবার জগদীশবাবুর ভাগনের কথা অবিশ্বাস করেছিলেম, এটাও সত্যি হল। আর আমি তোমাকে অবিশ্বাস কত্তে পারি নে— তোমার সঙ্গেই আমার মেয়ের বিবাহ দেব।

অলীক। (স্বগত) রাম, বাঁচলেম— একে একে সব ফাঁড়াগুলোই কেটে গেল। এখন আমাকে পায় কে।

জগ। (স্বগত) সত্যসিন্ধু দেখছি ভারি সাদাসিধে লোক। আমার ভাগনে বলেই বিশ্বাস করেছে। আমার এই ছোগরাটি দেখছি মিথ্যেবাদীর একশেষ। সত্যসিন্ধুর মুখে এইমাত্র শুনলেম— এর পূর্বে অনেকবার অলীকের কথায় তাঁর অবিশ্বাস হয়েছিল, কিন্তু তার পরেই সেই-সব কথা সত্যি বলে প্রকাশ হয়। আমার ভাগনের কথা যেরকম সত্যি, সে-সব কথাও বোধ হয় সেইরকম সত্যি। গদাধর এবার যেমন সেজে এসেছে, এইরকম বোধ হয় প্রতিবার সেজে এসে মিথ্যেকে সত্যি করে দাঁড় করাচ্ছে। আমার বোধ হয়, ওর সঙ্গে অলীক একটা কি ষড়যন্ত্র করে বুড়োমানুষকে ঠকাচ্ছে। কিন্তু গদাধরের এ তো বড়ো অন্যায়— আমার লোক হয়ে তার এইরকম কাজ! আর এই মিথ্যে কথাগুলো যদি সব ধরা না পড়ে তা হলেই তো সত্যসিন্ধু-বাবু এই লক্ষ্মীছাড়াটার সঙ্গে ওঁর কন্যার বিবাহ দেবেন। এ-সব জেনেশুনে একজন ভদ্রলোক কখনোই নীরব থাকতে পারে না। আর নীরব থাকা উচিতও নয়। (প্রকাশে সত্যসিন্ধুর প্রতি) মশায়, ও আমার ভাগনে নয়। অলীকের সমস্তই মিথ্যে কথা, আপনি ওর কথায় ভুলবেন না। ছোগরাটির মিথ্যে কথার কতদূর দৌড় তাই দেখবার জন্যই ওর কথায় একটু সায় দিয়েছিলেম। কিন্তু বাস্তবিক ও আমার ভাগনে নয়।

সত্য। কি বলেন মশায়, ও ব্যক্তি আপনার ভাগনে নয়?

জগ। না মশায়।

অলীক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) মশায়, উনি মিথ্যে কথা বলছেন। একটু আগে উনি ভাগনে বলে স্বীকার কল্লেন— আর এখন কিনা বলছেন ভাগনে নয়। আমার বোধ হয় ওঁর ভাগনে কোনো বদনামের কাজ করে পশ্চিমে পালিয়ে গিয়েছিল— তাই আপনার ভাগনে বলে পরিচয় দিতে এখন ওঁর লজ্জা হচ্ছে।

সত্য। (জগদীশের প্রতি) আমার কাছে মশায় লজ্জা কচ্ছেন কেন, আমি প্রকাশ করব না।

জগ। এ কি আপদ ! আপনি ওর কথায় বিশ্বাস কল্লেন ? আমি নিশ্চয় বলছি ও আমার ভাগনে নয়।

অলীক। আমি বাজি রাখতে পারি ঐ ওঁর ভাগনে।

সত্য। মশায়, ওরকম স্থলে নাম প্রকাশ কত্তে একটু লজ্জা হয় বটে— কিন্তু মিথ্যে কথা বলাটাও তো ভদ্রলোকের উচিত নয়।

জগ। একি আপদেই পড়লেম মশায়, আমার কথা অবিশ্বাস কচ্ছেন ?

সত্য। ও লোকটিকে তবে কি আপনি আদপে চেনেন না ?

জগ। চিনব না কেন মহাশয়— ও যে আমার মোসাহেব।

অলীক। এই দেখুন মশায়, একটা মিথ্যে কথা ঢাকতে গিয়ে আবার একটা মিথ্যে কথা।

জগ। আমার মিথ্যে কথা ! ও রকম বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না ?

অলীক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) আমার কথা মিথ্যে কি সত্যি মশায় বিবেচনা করে দেখুন-না।

সত্য। না বাপু, তোমার কথা আর আমি অবিশ্বাস কত্তে পারি নে। যতবার মিথ্যে মনে করেছি ততবারই সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অলীক। দেখুন দিকি তবু আমাকে বলে কিনা মিথ্যেবাদী।

জগ। (স্বগত) কি আপদ ! সত্যসিন্ধুর চোখে আমিই শেষ মিথ্যেবাদী হয়ে দাঁড়ালেম ! অলীককে নিয়ে একটু মজা কচ্ছিলেম— এটা সত্যসিন্ধু আর বুঝতে পারলেন না, সত্যি সত্যিই আমার ভাগনে মনে কল্লেন। এই বিপদ

থেকে একবার উদ্ধার হলে এখন বাঁচি। আমার বেশ মনে হচ্ছে— গদাধরই অলীকের সমস্ত মিথ্যেকে সত্যি করে দাঁড় করিয়েছে। ওরই জন্যে আমার এই বিপদে পড়তে হয়েছে। (গদাধরের নিকটে গিয়া) গদাধর, তুমি ভারি অন্যায় কাজ করেছ। তুমিই বোধ হয় নানারকম সঙ সেজে অলীকের মিথ্যে কথাগুলোকে সত্যি করে দাঁড় করিয়েছ। এখন সব কথা খুলে বলো। নাহলে তোমার আমি উচিত শাস্তি করব। আর দেখো, তুমি সব কথা খুলে না বললে আমি সত্যসিন্ধুবাবুর কাছে মিথ্যেবাদী হয়ে দাঁড়াচ্ছি— যদি তোমার একটুও প্রভুভক্তি থাকে তা হলে বোধ হয় আমার কাছে তুমি কোনো কথা ভাঁড়াবে না।

গদাধর। (সম্মুখে আসিয়া) আপনাকে উনি মিথ্যেবাদী মনে কচ্ছেন— আর আমি চুপ করে থাকতে পারি নে— আমি সব খুলে বলছি। এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। আপনি আমাকে বলেছিলেন যে যদি আমি বিধবা বিয়ে কত্তে পারি তা হলে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবেন। তাই সেই লোভে— এই বাড়ির চাকরানীকে বিধবা বিয়েতে রাজি করেছিলেম। কিন্তু সে বললে যে তার দিদিঠাকরুনের বিয়ে না হলে সে বিয়ে কত্তে পারবে না— তার দিদিঠাকরুন তাকে বলেছিলেন তাঁর নিজের বিয়ে হয়ে গেলে পর তার বিয়ের খরচপত্র দেবেন। তার পর শুনলেম যে দিদিঠাকরুনের বিয়েতে একটা বাগড়া পড়েছে— একটা মিথ্যে কথা ধরা পড়লে অলীকবাবুর সঙ্গে সত্যসিন্ধুবাবু তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন না। এই কথা শুনে প্রসন্নের সঙ্গে পরামর্শ কল্লেম যে, কোনোরকম করে এই বিয়েটা ঘটাতেই হবে— অলীকবাবুর মিথ্যে কথা যেই ধরা পড়বার মতো হবে, অমনি তাঁকে কোনোরকম করে বাঁচিয়ে দিতে হবে, তাই সত্যসিন্ধুবাবু যতবার অলীকবাবুর কথায় সন্দেহ করেছিলেন, ততবারই আমি সেজে এসে অলীকবাবুকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। লাটুভায়ের গল্প যখন অবিশ্বাস কল্লেন তখন আমিই লাটুভাই সেজে আসি— চীনেম্যানের কথা যখন অবিশ্বাস কল্লেন তখন আমিই চীনেম্যান সেজে আসি—আবার যখন দেখলেম সত্যসিন্ধুবাবু, মহাশয়ের বাড়ি যাবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন তখন মনে কল্লেম— অলীকবাবুর

মিথ্যে কথা ধরা পড়বে— আমিই নয় আগে থাকতে সেজে এসে মহাশয়ের নামে পরিচয় দি— তা হলে আর উনি আপনার ওখানে দেখা করতে যাবেন না— আপনি যে এখানে নিজে এসে উপস্থিত হবেন, তা আমি স্বপ্নেও মনে করি নি। ধর্মাবতার, আমাকে মাপ করুন, এমন কর্ম আর কখনো করব না।

জগ। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) শুনলেন তো মশায়!

সত্য। তাই তো! এ-সব কি! আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। বাপু অলীকপ্রকাশ, এ সকলের অর্থ কি?

অলীক। (স্বগত) এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পাল্লেম— এখন কি বলা যায়—

সত্য। চুপ করে রইলে যে বাপু?

অলীক। আপনি যে এখনো আমার উপর সন্দেহ কচ্ছেন, এতেই আমি অবাক হয়েছি। আর কিছু নয়— এই দুইজনে আমাকে ছেলেমানুষ পেয়ে ভোগা দেবার চেষ্টা কচ্ছে মশায়।

সত্য। তা ঠিক— ও লোকটিকে আমারও বড়ো ভালো ঠেকছে না।

জগ। মশায়, আমার কথাও কি বিশ্বাস করেন না?

সত্য। না মশায়, আমি শীঘ্র আর কারো কথায় বিশ্বাস কচ্ছি নে। কার কি মনের ভাব কিছুই বলা যায় না।

গদা। (জগদীশবাবুর প্রতি) মহাশয়, নিশ্চিন্ত হোন— আমি এতক্ষণ ওঁর সহায় ছিলেম বলে মিথ্যে কথাগুলো ধরা পড়ে নি— এখন দেখব কে ওঁকে রক্ষা করে। আর পাঁচ মিনিট ওঁকে কথা কইতে দিন। তা হলেই দশটা মিথ্যে কথা হাতে হাতে এখনই ধরা পড়বে— তা হলেই সত্যসিন্ধুবাবু সমস্ত বুঝতে পারবেন।

অলীক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) মশায়, ওর কথা বিশ্বাস করবেন না— ও বেটা ভারি মিথ্যেবাদী।

গদা। আমি মিথ্যেবাদী, না তুই মিথ্যেবাদী?

অলীক। আমি মিথ্যেবাদী! কোন্ সালের কোন্ আইনের কোন্ ধারায় কি কথা বললে কি হয় তা তুই জানিস? ইস্টুপিড্! শুধু এক কথা বললেই হয় না— পেটে একটু বিদ্যে চাই— জানিস এ কোম্পানির মুলুক— আমাকে মিথ্যেবাদী বলিস— জানিস নে দশ সালের আট আইনের ৫৩০ ধারায় কি বলে? আমাকে বলে কিনা মিথ্যেবাদী!

সত্য। থাক থাক বাপু, আর ঝগড়ায় কাজ নেই। তুমি যে মিথ্যে কথা কও না তা আমার বেশ বিশ্বাস হয়েছে। মিছে ঝগড়ায় কাজ কি।

অলীক। না মশায়, ও কথা আমার বরদাস্ত হয় না— আমাকে বলে কি না মিথ্যেবাদী! ও কি জানে না যে আমি মনে কল্লে এখনই ওর নামে আমি ফর্জারি কেস এনে শমনজারি ডিক্রিজারি করে শেষ গেরানজুরিতে ঠেলতে পারি? আমাকে কিনা যে-সে লোক মনে করেছে।

জগ। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) ছোগরাটির আইন-জ্ঞানও বিলক্ষণ আছে দেখছি।

সত্য। না মশায়, ছোগরাটি লিখতে পড়তে কইতে বলতে স্বভাব চরিত্রে সব দিকেই ভালো— কেবল দোষের মধ্যে একটু রাগী— তাও বয়েসের ধর্ম, একটু বয়েস হলেই শুধরে যাবে।

অলীক। রাগ হবে না মহাশয়? আমার বাড়িতে বসে আমাকে কিনা অপমান করে— ভাড়াটে বাড়ি হলেও কথা থাকত— আমার নিজ পৈত্রিক বাস্তুভিটেতে বসে কিনা আমাকে অপমান— এ কখনো সহ্য হয়?

সত্য। থাক থাক, বাপু, যেতে দেও।

গদা। (জগদীশের প্রতি) দেখুন মশায়, এই একটা মিথ্যে কথা বললে— এটা একটা ভাড়াটে বাড়ি— ও বললে কিনা ওর নিজের বাড়ি!

অলীক। এই দেখুন মশায়— সাধে কি আমার রাগ হয়— ও বেটা স্বচ্ছন্দে বললে কিনা আমার নিজ বাড়ি নয়— ভাড়াটে বাড়ি।

সত্য। না, এ যে তোমার নিজ বাড়ি তা আমি জানি।

গদা। আচ্ছা, আমি যদি প্রমাণ করে দিতে পারি যে এটা ভাড়াটে বাড়ি।

জগ। গদাধর! আর কেন মিথ্যে ঝগড়া কচ্ছ— চলো যাওয়া যাক। (স্বগত) ভালো বিপদেই পড়েছি— পরের কথায় থাকা বড়ো ঝক্‌মারি এখন যেতে পাল্লে হয়। এইবার ওঠা যাক।

[ভাড়া আদায় করিবার জন্য বেলিফের পেয়াদার সঙ্গে একজন লোকের প্রবেশ]

ঐ লোক। ঐ বাবু এই বাড়িভাড়া করেছিল।

পেয়াদা। (অলীককে ধরিয়া) এই দেখো গেরেফ্‌তারি পরোয়ানা— রুপিয়া দেও — নেই আদালৎ মে চলো।

অলীক। (ভয়ে কম্পমান) আঁ্যা— কি! ভাড়ার টাকা! আঁ্যা— আমি আঁ্যা—।

পেয়াদা। চল্‌ বে চল্‌! (গুঁতা প্রদান)

অলীক। যাচ্ছি বাবা— পেয়াদা-সাহেব, একটু সবুর করো বাবা— আঁ্যা— শ্বশুরমশায় ভাড়ার টাকাটা দিন, আমি মারা যাই যে— আপনার জন্যেই তো এই বাড়ি-ভাড়া করেছিলেম—

গদা। ফোর্‌জারি ফার্জরি— শমনজারি ডিক্রিজারি— গেরানজুরি— সে-সব জারিজুরি এখন কোথায় গেল বাবা? এখন বলো তো কোন্‌ সালের কোন্‌ ধারায় ওয়ারেণ্ট্‌ জারি লেখে?

জগ। আর কেন, যথেষ্ট হয়েছে।

সত্য। এটা তবে তো সত্যি ভাড়াটে বাড়ি— তবে তো দেখছি ওর সব কথাই মিথ্যে— মিথ্যেবাদী পাজি! লক্ষ্মীছাড়া— ছুঁচো— হতভাগা! আমাকে দেখছি আগাগোড়া ঠকিয়ে এসেছে। (জগদীশবাবুর প্রতি) মহাশয়, মাপ করবেন, আমি আপনার কথা পর্যন্ত অবিশ্বাস করেছিলেম।

জগ। আমি তাতে কিছু মনে করি নি— আপনি যেরূপ প্রতারিত হয়েছিলেন তাতে সকলি সম্ভব।

পেয়াদা। চল্‌ বে চল্‌।

অলীক। একটু সবুর করো বাবা— পেয়াদা-সাহেব বড়ো ভালো লোক— শ্বশুরমশায় আমাকে এ যাত্রা উদ্ধার করুন— আমি এমন কর্ম আর করব না।

সত্য। দেখ, আমাকে "শ্বশুরমশায়" "শ্বশুরমশায়" করে ডাকিস নে— আর আমার মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দিচ্ছি নে— পাজি— ছুঁচো— লক্ষ্মীছাড়া!

অলীক। এ যাত্রায় রক্ষা করুন— আর এমন কর্ম করব না—

জগ। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) ভাড়ার টাকা কটা দিয়ে খালাস করে দিন— হাজার হোক ভদ্রলোকের ছেলে—

সত্য। না মশায়, আমি এ টাকা দিচ্ছি নে— যেমন কর্ম তেমনি ফল।

[হেমাঙ্গিনীর অন্তরালে আগমন]

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) একি! আমার প্রাণেশ্বর বন্দী হয়েছেন!

সত্য। না - আমার মেয়ের সঙ্গে ওর কথনোই বিয়ে দেব না— পাজি ছুঁচো— লক্ষ্মীছাড়া!

হেমা। (অন্তরালে স্বগত) কি কথা শুনলেম! ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন না! আমি আর নীরব থাকতে পারি নে। প্রণয়ের অপমান! এ প্রাণ আর রাখব না।

[প্রস্থান]

পেয়াদা। চলো বাবু চলো। (গুঁতা প্রদান)

অলীক। মারিস নে বাবা— তোকে পরে খুব খুশি করব— শ্বশুরমশায় কিছু কল্লে না— নিতান্তই কি তবে জেলে শ্বশুরবাড়ি করতে হবে— ও প্রেয়সী— প্রেয়সী— বিরহ-যন্ত্রণায় তা হলে যে একেবারে মারা যাব— এই অসময়ে একবার দেখা দাও।

[একটা ভোঁতা বঁটি-হস্তে হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ]

হেমা। আমি পিতার সমক্ষে, সমস্ত জগতের সমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে বলছি এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর— আমার কণ্ঠরত্ন— ইনি ভিন্ন আর কাহাকেও আমি পতিত্বে বরণ করব না— যদি এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ না হয় তা হলে এই দণ্ডেই প্রাণ বিসর্জন করব।

সত্যসিন্ধু। হাঁ হাঁ— কয়ো কি! করো কি! অমন কর্ম কোরো না

মা— আমি এখনই টাকা দিয়ে খালাস করে দিচ্ছি— একি উৎপাত! লক্ষ্মীটি ঘরে যাও— এত লোকের সামনে কি বেরোতে আছে— ছি ছি, কি লজ্জা!

হেমা। আমি জগতের সামনে এই শেষবার বলছি এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর।

[দ্রুতবেগে হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান]

জগ। একি ব্যাপার!

গদা। তাই তো, একি!

অলীক। এইবার খালাস করে দিন মশায়, প্রেয়সীর তো অনুমতি হয়েছে।

সত্য। মশায়, আমি কি কুক্ষণে আমার মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে দিয়েছিলেম, তার ফল এখন ফলছে। রাম রাম! কি লাঞ্ছনা! আমার আর একটি ছোটোমেয়ে আছে, তাকে আর লেখাপড়া শেখাচ্ছি নে— এবার বিলক্ষণ শিক্ষা হয়েছে— এমন কর্ম আর করব না।

জগ। মশায়, লেখাপড়া শেখানোর দোষ দেবেন না। ভালো করে লেখাপড়া শেখালে কথনোই তার মন্দ ফল হয় না— আর শুধু লেখাপড়া শেখালেই যে সুশিক্ষা হয় তাও নয়— পিতামাতার উপদেশ দৃষ্টান্তের উপর অনেক নির্ভর করে।

সত্য। যাই হোক— এখন উপায় কি— ঐ লক্ষ্মীছাড়াটার সঙ্গে বিয়ে দেওয়াও যা— হাত-পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দেওয়াও তা।

জগ। (সত্যসিন্ধুর প্রতি মৃদুস্বরে) দেখুন মশায়, এক কাজ করুন— ওকে এই কথা বলা যাক যে যদি ও বিয়ে করবার আশা একেবারে পরিত্যাগ করে তা হলে ভাড়ার টাকা চুকিয়ে ওকে খালাস করা যাবে।

সত্য। আপনারা যা ভালো বোঝেন তাই করুন— আমি আমার মেয়ের আচরণ দেখে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছি।

অলীক। মশায়, আমার উপায় কি কল্লেন, এই অবস্থায় কি আমাকে সমস্ত দিন থাকতে হবে?

জগ। তুমি যদি বাপু ওঁর মেয়ের সঙ্গে বিবাহের আশা একেবারে

পরিত্যাগ কর— তা হলে ভাড়ার টাকাটা চুকিয়ে দিয়ে তোমাকে খালাস করা যায়।

অলীক। এখনই— এখনই। আমি তাতে রাজি আছি মশায়— আমার বিয়েতে কাজ নেই— এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি— মশায় ও ভয়ানক মেয়েমানুষ— যেরকম বঁটি হাতে করে এসেছিল, ও খুন কত্তে পারে, সব কত্তে পারে— বিয়ে হলে আমারই গলায় কোন্ দিন ছুরি বসিয়ে দেবে— বাবা! এমন মেয়েকে বিয়ে করা আমার কর্ম নয়— আমার ঝকমারি হয়েছে, আমি এখানে বিয়ে কত্তে এসেছিলেম— এমন কর্ম আর করব না। খালাস করে দিলেই আমি এখান থেকে টেনে দৌড় মারব। আর এমুখোও হব না। তোমাদের মেয়েকেও ডেকে নিয়ো বাবা— আমার পিছনে পিছনে আবার না তাড়া করে। কি ভয়ানক! বঁটি হাতে!

জগ। (ভাড়া-আদায়ের লোকের প্রতি) বাড়ি-ভাড়া কত টাকা পাবে?

ঐ লোক। এক শো টাকা।

জগ। (সত্যসিন্ধুর নিকট হইতে নোট লইয়া) এই লও এক শো টাকার একখানা নোট [illegible]। (পেয়াদার প্রতি) আবি বাবুকো ছোড় দেও, আওর কেয়া মাংতা?

পেয়াদা। (অলীককে ছাড়িয়া দিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে) বাবু কো তো ছোড় দিয়া— হমারা বক্‌শিস!

অলীক। বক্‌শিস! দাঁত বের কর্‌কে এখন হাসতা হ্যায়— যখন আমার পিঠে গুঁতো মার্‌তা হ্যায়— তখন বক্‌শিসের কথা মনে ছিল না হ্যায়— এখন বক্‌শিস! বাপ্পারাম আর কি!

পেয়াদা। সেলাম বাবু!

[প্রস্থান]

অলীক। আমি মশায় চললেম। আর এখানে নয়।

জগ। বাপু, তোমার স্বভাবটা একটু শুধরিও, অমনতরো অনর্গল মিথ্যে কথা বোলো না। মিথ্যে কথা বলবার কি ফল তা তো দেখলে। তোমার

বাবাকে বোলো, তোমার স্বভাবটা শুধরে গেলে অলীক নামটা যেন বদলে দেন।

অলীক। মশায়, আমার ঘাট হয়েছে— আমি নাকে খৎ দিচ্ছি, এমন কর্ম আর কখনো করব না। কিন্তু মশায় মাপ করবেন, অলীক নামটি আমি কিছুতেই বদলাতে পারব না। বাপ-মা আদর করে নামটি দিয়েছেন, আপনারা পাঁচজনে বলুন-না, ও নাম কি এখন বদলানো যায়? কিছুতেই না। তবে অনুমতি হয় তো আজ আসি।

জগদীশ ও সত্যসিন্ধু। এখনই এখনই! শুভস্য শীঘ্রং।

[অলীকের প্রস্থান]

জগদীশ। চলুন, আমরাও তবে যাই।

[সকলের প্রস্থান]

যবনিক